জর্জ্জ ওয়াসিংটন



তিন-আনা সংস্করণ 'কল্পতরু' গ্রন্থাবলী—নং ১৪

জর্জ ওয়াসিংটন

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা ও ময়মনসিংহ

১৯১৯

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, স্বর্ণপ্রেসে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



জর্জ ওয়াসিংটন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন

জর্জ ওয়াসিংটন আমেরিকার প্রধান বীর ও প্রথম মহাপুরুষ। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ভার্জিনিয়াতে তাঁহার জন্ম হয়। ভার্জিনিয়া আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। ওয়াসিংটনের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ইংলণ্ড হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা বংশমর্য্যাদা, খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও মানসম্ভ্রমে ইংলণ্ডে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

জর্জ ওয়াসিংটনের পিতার নাম অগাষ্টিন ওয়াসিংটন। ইনি দুইবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। জর্জ এই পক্ষের প্রথম সন্তান। তাঁহার আরও পাঁচটি ভাই ছিল।

জর্জের পিতা কৃষি ব্যবসায় করিতেন। আমেরিকা তখন ইংলণ্ডের একটি উপনিবেশ ছিল, এবং আমেরিকার অবস্থাও তখন অন্য প্রকার ছিল। ঔপনিবেশিকেরা তখন সবে মাত্র বসতি স্থাপন করিতেছেন। সেখানে চারিদিকে অসংখ্য বনভূমি এবং অধিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ানদের প্রচুর উপদ্রব। একদিকে যেমন অল্প মূল্যে চাষ করিবার জন্য বিস্তর ভূমি পাওয়া যাইত, অন্য দিকে তেমনি রেড্ ইণ্ডিয়ানদের হাতে প্রাণ হারাইবার অত্যন্ত আশঙ্কা ছিল।

জর্জ ওয়াসিংটনের পিতামাতার অনেক গুণ ছিল। তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও অবহেলা করিতেন না, সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিতে চেষ্টা করিতেন এবং এই সকল গুণ যাহাতে তাঁহাদের সন্তানদের মধ্যেও

বিকশিত হয় সর্ব্বদা সেইরূপ চেষ্টা করিতেন। পিতামাতা যদি সন্তানকে সুশিক্ষা দান করিতে না পারেন তাহা হইলে সেই সন্তান জীবনে উন্নতি লাভ করিবে কি উপায়ে? আমাদের দেশে জনকজননী প্রায়ই সন্তানের শিক্ষাসম্বন্ধে উদাসীন; ছেলেকে স্কুলে পাঠাইয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে হয় তাহা জানেন না। পুত্রকে তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে পিতাকে নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া দরকার।

অগাষ্টিন তাঁহার পুত্রকে কেমন সুন্দর উপায়ে শিক্ষাদান করিতেন, কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। একদিন পিতা-পুত্র বাগানে বেড়াইতেছিলেন; তখন শরৎকাল; রাশি রাশি পাকা আতা গাছের নীচে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আতাগুলি দেখিয়া জর্জের আনন্দ আর ধরে না। তিনি হৃষ্টমনে আতা খাইতে লাগিলেন। অগাষ্টিন তখন বলিলেন, "জর্জ মনে পড়ে? গত বসন্তে আমাদের একজন আত্মীয় তোমাকে একটি আতা দিয়াছিলেন, তুমি সেটা একা একা খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলে—ভাই বোনদের দিতে চাও নি। তারপর আমি অনেক করে বলাতে তুমি শেষে সবাইকে দিয়েছিলে। তখন আমি বলেছিলাম, এখন যদি তুমি আমার কথা শোন, তাহা হইলে ঈশ্বর শরৎকালে তোমাকে প্রচুর আতা দিবেন।" নিজের স্বার্থপরতার কথা মনে করিয়া জর্জ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তাঁহার পিতা বলিলেন, "দেখ আমি যা বলেছিলুম তা সত্য কি না?"

জর্জ বলিলেন, "বাবা, আমায় ক্ষমা করুন, আমি আর কখনো ওরকম নীচ ব্যবহার করব না।" বাস্তবিক ক্রমেই জর্জ ওয়াসিংটন নিজের জীবন হইতে স্বার্থপরতা ও নীচতাকে নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আরেকটি ঘটনা এইরূপ। অগাষ্টিন একবার বাগানের এক কোণে খানিকটা ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে লিখিলেন "জর্জ ওয়াসিংটন" এবং তাহার উপর কফির বীজ বপন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর যখন ছোট ছোট চাড়া উঠিল তখন মনে হইল কে যেন সেখানে সবুজ কালীতে "জর্জ ওয়াসিংটন"এর নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছে। জর্জ বাগানে গিয়া ইহা দেখিয়াত একেবারে বিস্ময়ে অবাক! ছুটিয়া পিতার নিকটে গেলেন এবং বলিলেন, "বাবা, এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! একবার দেখবেন, আসুন।" পিতা পুত্রের সঙ্গে বাগানে গেলেন। জর্জ বলিলেন, "এরকম আশ্চর্য্য ঘটনা দেখেছেন কখনো? এ কে লিখেছে বাবা?"

পিতা বলিলেন, "কেন, গাছগুলি কি ঐ ভাবে জন্মিতে পারে না? জর্জ—"তাও কি হয়? নিশ্চয় কেউ সাজিয়ে রেখেছে।" পিতা—"তোমার বিশ্বাস গাছগুলি আপনা থেকে ও ভাবে জন্মে নি?" জর্জ—"তাও কি কখনো হয়? বাবা, এ নিশ্চয়ই আপনি লিখেছেন।" পিতা বলিলেন, "হাঁ জর্জ্জ, আমিই লিখেছি। কিন্তু আমার একটি উদ্দেশ্য আছে। আচ্ছা বল দেখি, তোমার নামের একটি অক্ষর যদি আপনা থেকে সজ্জিত হ'তে না পারে, তা' হলে আকাশে এত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্র এবং পৃথিবীতে এত নদনদী, গিরিপর্ব্বত কে এমন করে সাজিয়েছে? এই যে আমাদের দেখবার জন্য চোখ রয়েছে, শোনবার জন্য কাণ রয়েছে, ঘ্রাণ নেবার জন্য নাক রয়েছে, খাবার জন্য মুখ রয়েছে, চিবাইবার জন্য দাঁত রয়েছে, কাজ করিবার জন্য হাত রয়েছে, চল্‌বার জন্য পা রয়েছে, এই যে চিন্তা করিবার জন্য মন আছে, ভালবাসবার জন্য ভাই বোন্ আছে, স্নেহ করবার জন্য পিতামাতা আছেন—এত কিছুই আপনা থেকে হয় নি। একবার চেয়ে দেখ দেখি এই পৃথিবীর দিকে; দিনে এর আলোক এসে আমাদিগকে প্রফুল্ল করে, আবার এর নিস্তব্ধ রাত্রি এসে

আমাদের ক্লান্ত দেহের উপর নিদ্রার বিশ্রাম বুলিয়ে দেয়। একবার ভাব দেখি, এই যে ফুল ফল, এই যে পশুপক্ষী, এই ঝরণা, এই বাগান এবং এরকম আরো কত সহস্র জিনিস—এ সব কি আপনা থেকে হ'তে পারে ?"

আর বলিতে হইল না, জর্জ্জ উত্তর দিলেন, "না, বাবা, কিছুই আপনা থেকে হয় নি। ঈশ্বর সব জিনিসের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন।" পিতা এই উপায়ে পুত্রকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিখাইলেন।

ওয়াসিংটনের বাল্যজীবনের আরেকটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অগাষ্টিন জর্জ্জকে একটি কুঠার দিয়াছিলেন। জর্জ্জ কুঠার পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বাগানে গিয়া সেই কুঠার দিয়া ছোট ছোট গাছ কাটিতে লাগিলেন। অগাষ্টিন ইংলণ্ড হইতে একটি চেরী গাছের কলম আনিয়া বাগানে রোপণ করিয়াছিলেন। জর্জ্জ সেই গাছটিও কাটিয়া ফেলিলেন। পরদিন চেরীগাছের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া অগাষ্টিনের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল এবং তিনি বাড়ী গিয়া বলিলেন, "আমার সখের চেরীগাছটি কে যেন নষ্ট করে ফেলেছে। একশ টাকা গেলেও আমার এত কষ্ট হ'ত না।" এমন সময় সেখানে কুঠারহস্তে জর্জ্জের প্রবেশ। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার চেরী গাছটি কে কেটেছে তা জান ?" চেরীগাছটি কাটিয়া তিনি যে কোনো অন্যায় কাজ করিয়াছেন জর্জ্জের সে কথা মনেই হয় নাই। এখন পিতার এই প্রশ্নে তাঁহার সে জ্ঞান হইল। কিন্তু মিথ্যা কথা বলিবার মত ছেলে তিনি ছিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না, বাবা! চেরী গাছটি আমিই কেটেছি।" পুত্রের এই নির্ভীক উত্তরে অগাষ্টিন এত সুখী হইলেন যে আনন্দে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি জর্জ্জকে বলিলেন, "আজ যে সুখ

পেয়েছি, হাজার চেরী গাছ পেলেও আমার সে সুখ হ'ত না। ছেলেদের পক্ষে দোষ করা তেমন অন্যায় নয়, সেই দোষকে মিথ্যা কথা দিয়ে ঢাকৃতে যাওয়া যেমন অন্যায়। ঈশ্বর করুন, সত্যের প্রতি যেন চিরকাল তোমার এরূপ অনুরাগ থাকে।"

পাঁচ বৎসর বয়সে ওয়াসিংটনকে স্কুলে দেওয়া হয়। তাঁহার পিতার তালুকেই একটি লোক বাস করিতেন, তাঁহার নাম ছিল হবি। হবি সাহেব একজন সৈন্য ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার একটা ঠ্যাং উড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে তিনি কাঠের ঠ্যাং লাগাইয়া লইয়াছিলেন। দুষ্ট ছেলেরা তাই বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার নাম দিয়াছিল "বুড়ো কাঠের ঠ্যাং"। হবি সাহেব সৈনিক ছিলেন, কাজেই বেশী লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু ছাত্রদের চরিত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলিয়া তাঁহার স্কুলে ছেলেকে পাঠাইতে কাহারও আপত্তি ছিল না। তিনি যতদূর জানেন ততদূর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছেলেকেই বেশ ভাল করিয়া শিখাইয়া দিতেন। জর্জ্জকে এই হবি সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। অল্পদিনের মধ্যেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রগাঢ় ভাব দাঁড়াইয়া গেল। হবি সাহেব দেখিলেন, জর্জ্জ বেশ বাধ্য, মনোযোগী এবং বুদ্ধিমান বালক। জর্জ্জ দেখিলেন, হবি সাহেব বেশ দয়ালু, স্নেহপ্রবণ এবং হিতাকাঙ্ক্ষী মাষ্টার। কাজেই এক জনের প্রতি আরেক জনের মনের ভাব স্বভাবতঃই ভাল ছিল। তবে হবি সাহেবের শিক্ষা তেমন ফলপ্রদ হইত না, যদি বাড়ীতে জর্জ্জ তাঁহার পিতার নিকট সেই সঙ্গে আরো শিক্ষালাভ না করিতেন। বাস্তবিক পক্ষে স্কুলের শিক্ষা দ্বারা মানুষ কথনো সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গঠিত হইতে পারে না। শিক্ষার প্রধান স্থল হইল গৃহ ও পরিবার।

জর্জ্জ যে শিক্ষকের এমন প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন, তাহার আরও কারণ ছিল। তাঁহার হস্তলিপির বই যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত অন্য কোনো বালকের বই তেমন থাকিত না। লিখিবার সময় তাঁহার

হাতে কালীর দাগ লাগিত না। স্কুলের মধ্যে তাঁহার উচ্চারণ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং সুন্দর। তিনি যেমন আবৃত্তি ও পাঠ করিতে পারিতেন এমন আর কেহ পারিত না। যে কাজে তিনি হাত দিতেন তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন। এমন ছেলেকে শুধু মাষ্টার মহাশয় কেন, কে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে?

এই বিবরণ হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে জর্জ্জ অতিশয় শান্ত, শিষ্ট, নীরিহ গোবেচারী মানুষ ছিলেন। বাঙালী সুশীল ও সুবোধ ছাত্রের মত তিনি কেবল বই লইয়াই থাকিতেন না। যেমন পড়াশুনায় তিনি ছিলেন সর্ব্বপ্রধান, তেমনি খেলায় এবং ব্যায়ামে তিনি ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সঙ্গে দৌড়িয়া, কুস্তি করিয়া, লাফাইয়া কেহই পারিয়া উঠিত না। ঢিল ছুরিতে তাঁহার মত ওস্তাদ কেহ ছিল না। তিনি রাপাহানক নদের এক পার হইতে ঢিল ছুড়িলে তাহা অপর পারে গিয়া পড়িত। তিনি অশ্বারোহণে ও সন্তরণে সবিশেষ পটু ছিলেন। ভারি ভারি জিনিস তিনি অবলীলাক্রমে তুলিয়া ফেলিতে পারিতেন। তাঁহার শরীরের গঠনটিও ছিল তেমনি সুন্দর। এই স্বভাবতঃ সুন্দর শরীর এইরূপ ব্যায়ামের ফলে শীঘ্রই এমন পুষ্ট হইয়া উঠিল যে কৌমারেই তাঁহাকে যুবকের মত দেখাইত।

জর্জ্জের যখন আট বৎসর বয়স তখন ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকানগণ সেনাদল গঠন করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে পল্লীতে পল্লীতে যুদ্ধ-প্রসঙ্গের আন্দোলন আলোচনার ধূম পড়িয়া যায়। প্রতি পল্লীতে সৈন্যসংগ্রহ ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা হইতে লাগিল। যুদ্ধের সাজপোষাক, সমরবাদ্য এবং সেই বাদ্যের তালে তালে সৈনিকদের পাদবিক্ষেপ প্রভৃতি দেখিয়া জর্জ্জের রক্ত যেন নাচিয়া উঠিল। জর্জ্জের ভাই লরেন্স তখন ইংলণ্ড হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, তিনি উচ্চ কর্ম্মচারীর পদ পাইয়া যুদ্ধে চলিয়া গেলেন।

জর্জ্জ বালক, সুতরাং তাঁহার আর যাওয়া হইল না। কাজেই পাঠশালার বালকদিগকে লইয়া তিনি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যুদ্ধক্রীড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার যোদ্ধাগণকে তিনি দুই দলে বিভক্ত করিতেন, এক দল স্পেনিয়ার্ড ও অপর দল ইংরাজ সাজিত। তিনি ইংরেজদলের সেনাপতি হইতেন। তারপর সৈন্যগণকে যথাক্রমে ড্রিল্, প্যারেড্, মার্চ্চ প্রভৃতি শিক্ষাদান করিয়া দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইত। লাঠি, সোটা, যবের শীষ—এই সব ছিল তাহাদের অস্ত্র। এই খেলা শীঘ্রই তাহাদের এমন প্রিয় হইয়া উঠিল যে অন্যান্য সকল প্রকার খেলা তাহারা ছাড়িয়া দিল, সে সব আর তাহাদের নিকট ভাললাগিত না। নেপোলিয়ান ছোট বেলা এই প্রকার যুদ্ধক্রীড়া ভালবাসিতেন; জর্জ্জ ওয়াসিংটনের বাল্যক্রীড়ার কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সেই কথা মনে পড়ে।

জর্জ্জ এদিকে যতই যুদ্ধপ্রিয় হোন না কেন, কলহ বিবাদ তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে ঝগড়া হইলে তিনি মধ্যস্থ হইয়া শান্তিস্থাপন করিয়া দিতেন। তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল "Peace-maker" বা শান্তিসংস্থাপক। কোনো কোনো বালক এজন্য তাঁহাকে "ভীরু", "কাপুরুষ" প্রভৃতি বাক্যপ্রয়োগ করিয়া গালি দিয়াছে। কিন্তু মুখে যে যাহাই বলুক না কেন সকলেই জানিত যে জর্জ্জের মত সাহসী বালক দ্বিতীয়টি নাই। জর্জ্জ কাহাকেও ভয় করিতেন না, কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না—কিন্তু নিজেদের মধ্যে যাহাতে কলহ বিবাদ উপস্থিত না হয় সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই চেষ্টার বিরুদ্ধে যত কেন বাধা উপস্থিত হোক না, জর্জ্জ সে সকলে ভ্রূক্ষেপই করিতেন না।

দুই বৎসর পর লরেন্স যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে যুদ্ধের নানাপ্রকার গল্প শুনিয়া জর্জ্জের মনে যুদ্ধের বাসনা আরও

বলবতী হইল। দাদার মুখে শুনিয়া শুনিয়া তিনি যুদ্ধের নানাপ্রকার কলকৌশল শিখিয়া রাখিলেন।

হবি সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পাঁচ বৎসর পর ওয়াসিংটনের পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেই উইল অনুসারে লরেন্স পাইলেন পটোমাক্ নদের তীরবর্ত্তী তালুক, আর জর্জ্জ পাইলেন রাপাহানক নদের তীরবর্ত্তী তালুক। লরেন্স তাঁহার নিজ তালুকে বাস করিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই নূতন আবাসের নাম রাখিলেন "মাউণ্ট ভার্ণন" বা ভার্ণন শৈল। ভার্ণন্ সাহেবের অধীনে তিনি কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই বাসভবনের এইরূপ নামকরণ করিলেন।

লরেন্স জর্জ্জকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, জর্জ্জেরও লরেন্সের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কেহ দেখিলে বুঝিতেই পারিত না যে তাঁহারা বৈমাত্রেয় ভাই। বেশী দিনের জন্য স্কুল ছুটি হইলেই জর্জ্জ ভার্ণনশৈলে দাদার নিকট চলিয়া যাইতেন। সেখানে দুই ভা'য়ে নানা বিষয় লইয়া কত যে আলোচনা করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওয়াসিংটন জননী

পিতার মৃত্যুর পর জর্জ্জ ওয়াসিংটন ও তাঁহার ভাই বোন্‌দের সমস্ত ভার তাঁহাদের জননী মেরীর উপরে পড়িল। মেরী অত্যন্ত আশ্চর্য্য ক্ষমতাসম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দিতে ও শাসন করিতে জানিতেন, দাসদাসীকে কেমন করিয়া চালাইতে

হয় তাহা জানিতেন এবং পরিবারে শান্তি, সংযম ও শৃঙ্খলা যাহাতে রক্ষিত হয় তাহা করিতে পারিতেন। তাঁহার পরিবারে কোনো অন্যায় বা অশিষ্টতার স্থান ছিল না। পরিবারের তত্ত্বাবধান করিয়া তিনি আবার তালুকেরও তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি বিধবা হইলে পর অনেক আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মেরী কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি সকলকে ধন্যবাদের সহিত জানাইয়াছেন যে দরকার হইলে ত তাঁহাদের সাহায্যগ্রহণ করিতেই হইবে, তবে ভগবানের কৃপায় এখন তিনি সমস্ত কাজ নিজেই করিতে পারেন। এই মাতার নিকট জর্জ্জ ওয়াসিংটন বাল্যকালে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রকৃতিতে এমন গভীরভাবে নিহিত হইয়া গিয়াছিল, যে বৃদ্ধ বয়সেও ওয়াসিংটন-চরিত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই শিক্ষাকে তিনি কোনো দিন এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই—ওয়াসিংটন ইহাতে পরম গৌরব অনুভব করিতেন। মায়ের শিক্ষার গুণে যে তিনি এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন, ওয়াসিংটন তাহা কোনো দিন ভুলেন নাই। তাই পরজীবনে আমরা দেখিতে পাইব্ জীবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত্তে মায়ের কথাই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িয়াছিল। মায়ের গুণেই যে সন্তান মহাপুরুষ হয় একথা আমরা চিরদিনই জানি; মায়ের শিক্ষা এবং বহু পরিমাণে মায়ের চরিত্র লইয়াই সন্তানের জীবন গঠিত হয়। ওয়াসিংটনও মায়ের অনেক গুণ পাইয়াছিলেন।

মেরীর নিকট ওয়াসিংটনের প্রথম শিক্ষা বাধ্যতা। মেরী বলিতেন—যাহারা কাহাকেও মানে না—তাহাদিগকেও কেহ মানে না। অন্যের নিকট হইতে বাধ্যতা আদায় করিবার পূর্ব্বে নিজের বাধ্যতা শিক্ষা করা উচিত। যে গুরুজনকে মানে না সে একদিন ঈশ্বরকেও মানিবে না, সুতরাং তাহার অসাধ্য কুকর্ম্ম কিছুই নাই। ইহা ছিল মেরীর শাসননীতির মূলমন্ত্র। তিনি নিজে ইহা মানিয়া চলিতেন এবং তাঁহার

পরিবারস্থ সকলকেই ইহা মানিয়া চলিতে হইত। তাঁহার আদেশ অমান্ত করিবার মত ক্ষমতা কাহারও ছিল না। তাঁহাকে যে দেখিত সেই শ্রদ্ধায় ভয়ে অবনত হইয়া পড়িত। ওয়াসিংটনের এক বন্ধু বৃদ্ধ বয়সে লিখিয়াছেন, "এখন আমি পৌত্রমুখ দেখিয়াছি, তথাপি এই বয়সে ওয়াসিংটন জননীকে দেখিলে হয়ত ভয় করিবে।" কিন্তু তিনি কর্কশ ছিলেন না। তিনি কাহাকেও রূঢ়বাক্য বলিতেন না, কাহারও প্রতি কোনো নির্দ্দয় আচরণ করিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে জননী-সুলভ স্নেহ কোমলতার কোনো অভাব ছিল না।

মেরীর যেরূপ মনের বল ছিল—রমণীদের মধ্যে এরূপ প্রায়ই থাকে না। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা অবিচলিতচিত্তে করিয়া যাইতেন। সুখ-দুঃখ বা হর্ষ-বিপদে তিনি অধীর হইতেন না। তাঁহার প্রাণে ধর্ম্মভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রাণে এত বল ছিল। তাই বিপদের দিনেও তিনি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতেন না; তিনি বলিতেন—"আমার ভার যেন আমি নিজেই বহন করিতে পারি—আপনারা এই আশীর্ব্বাদ করুন।" মাতৃভক্ত জর্জ্জ মায়ের এই সমস্ত গুণই পাইয়াছিলেন।

জননীর শিক্ষা যে পুত্রের জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার একটি উদাহরণ এই :—ম্যাথু হেলের একটি নীতি-পূর্ণ পুস্তক মেরীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, ইহা তিনি সকলকে পড়িতে বলিতেন। এই পুস্তকে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, স্বার্থত্যাগ, একনিষ্ঠা, একাগ্রতা, মিতব্যয়ীতা, উদারতা, সাহস, বিশ্বস্ততা, সাধুতা, নিয়ম-পরতন্ত্রতা, ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি বহুবিষয়ে নানারূপ সুন্দর সুন্দর উপদেশ ছিল। ওয়াসিংটন বাল্যকালে ইহা পড়িয়া এই সকল উপদেশ মত চলিতে থাকেন। বৃদ্ধকালেও এই পুস্তকের সকল উপদেশ তাঁহাকে মানিয়া চলিতে দেখা যাইত। এই পুস্তকের কয়েকটি উপদেশ এইরূপ :—

(১) বিনয়ী লোক কখনো নিজের বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করে না ; সে জানে তাহার শক্তি এবং জ্ঞান কত কম এবং ভগবানের জ্ঞান, শক্তি এবং মঙ্গলেচ্ছা কেমন অফুরন্ত, কাজেই সে সর্ব্ববিষয়ে ভগবানের চরণে আপনাকে সমর্পণ করে।

(২) আহার, নিদ্রা এবং সাজ-পোষাকে আমরা অনাবশ্যক কত সময় নষ্ট করি। ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে আমরা অনেক সময় বাঁচাইতে পারি।

(৩) অলস ক্রীড়া ও অলস গল্পের অনেক দোষ। অন্য দোষ না থাকিলেও কেবল এই নিমিত্তই উহা পরিত্যাজ্য যে উহাতে আমাদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, আমাদিগকে অলস করিয়া ফেলে এবং গভীর বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা দূর হইয়া যায়।

(৪) কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে একেবারে নাছোরবান্দা হইয়া লাগিবে।

(৫) যে যে ব্যবসা কর সে সেই ব্যবসাতেই পরিশ্রমী এবং বিশ্বাসী লোকের মত কাজ করিবে।

এইরূপ এবং ইহাপেক্ষাও সুন্দর সুন্দর অনেক উপদেশ সেই পুস্তকে ছিল। এই উপদেশ ও মাতার শিক্ষা—উভয়ে মিলিয়া জর্জ্জ ওয়াসিংটনকে গড়িয়া তুলিয়াছিল।

মেরী এত যে সাহসী ছিলেন তবু তিনি বিদ্যুৎ ও বজ্রকে বড় ভয় পাইতেন। তাহার কারণ ছিল। ১৫ বৎসর বয়সের সময় তিনি একজন সখীর সঙ্গে পথ চলিতেছিলেন। সহসা মেঘ করিয়া ভয়ঙ্কর ঝড় আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে অকস্মাৎ বজ্রপাত হইয়া তাঁহার সঙ্গিনীটি মারা গেলেন। এই ঘটনাতে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীতে এমন একটা আঘাত লাগিয়াছিল যে, সমস্ত জীবন ভরিয়াই বিদ্যুৎ দেখিলে বা বজ্রপাত শুনিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না—ভয়ে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িতেন।

মাতৃভক্ত জর্জ একবার একটা বড় অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন। মেরীর একটা আরব দেশীয় ঘোড়া ছিল; ঘোড়াটা তাঁহার গাড়ী টানিত কিন্তু উহা কাহাকেও পিঠে চড়িতে দিত না। একদিন জর্জ্জের কয়েকজন বন্ধু আসিয়া সেই ঘোড়াটার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া জর্জ্জ বলিলেন, "আমার ইচ্ছা করে ঘোড়াটার উপরে একবার উঠি।" বন্ধুরা বলিয়া উঠিল, "উঠ না, সেত বেশ হবে, খুব মজা হবে।"

জর্জ্জ বলিলেন, "কিন্তু মা যে নিষেধ করে দিয়েছেন।"

এক বন্ধু বলিল, "তিনি তা করেছেন বটে, কিন্তু তুমি যদি একবার ভাল করে দৌড়িয়ে আন্‌তে পার, তা'হলে তিনি বরঞ্চ খুসীই হবেন।"

জর্জ বলিলেন, "দৌড়িয়ে আন্‌তে পার্‌লে খুসী হবেন বটে, কিন্তু মাথাটি যদি ভেঙ্গে আসি তা'হলে নিশ্চয়ই খুসী হবেন না।"

বন্ধু বলিল, "চেষ্টা করে দেখ্‌তে আপত্তি কি? চেষ্টা করলেই ত আর মাথা ভেঙ্গে যাবে না।"

যা'হোক এই প্রকার বাদানুবাদের পর জর্জ ঘোড়ায় উঠিতে সম্মত হইলেন। সকলের নির্দ্দেশ মত পরদিন প্রাতঃকালে ঘোড়াটাকে ধরিয়া আনা হইল, কিন্তু উহা কেবলি লাফালাফি করিতে লাগিল, উহার মুখে কেহ লাগামই পরাইতে পারিল না। এই অবস্থা দেখিয়া জর্জ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "লাগাম পরান না হলে ওর উপর চড়তে আমি রাজী হই নি।" অবশেষে অনেক কষ্টে যেই লাগাম পরান হইল অমনি জর্জ এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিলেন। বন্ধুরাত দেখিয়া একেবারে অবাক! ঘোটকচন্দ্রও বোধ হয় এই বালকের এরূপ দুঃসাহস দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার অভিমানে কতকটা আঘাতও লাগিয়া থাকিবে, তাই আরোহীকে জব্দ করিবার জন্য সে সম্মুখের দুই পা আকাশে উত্তোলন করিয়া নাচিতে লাগিল। বন্ধুরা

চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়া দিল। "জর্জ পড়বে—পড়বে," "জর্জ সাবধান," "জর্জ, চাবুক লাগাও—চাবুক,"—ইত্যাদি রকম নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। চাবুক খাইয়া ঘোড়া পবন বেগে ছুটিয়া চলিল, সঙ্গীরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সে দিকে চাহিয়া রহিল। তখন ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলে জর্জের শরীর চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত কিন্তু জর্জ পড়িলেন না। তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার জন্য ঘোড়া অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। অবশেষে ঘোড়াটা নিজেই পড়িয়া গেল। সঙ্গীরা দৌড়িয়া গিয়া দেখিল জর্জ তখনও ঘোড়ার পিঠেই বসিয়া আছেন, কিন্তু ঘোড়াটি মরিয়া গিয়াছে। লাফালাফি করিবার সময় লাগামের আঘাতে মুখের একটি শিরা কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে রক্তস্রাব হইয়া ঘোড়াটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

সেদিন আহারের সময় মেরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আজ সেই দুষ্টু ঘোড়াটাকে কেউ দেখেছ?" জর্জ বলিলেন, "মা, সে ঘোড়াটা মরে গিয়েছে।"

"মরে গিয়েছে?—বলিস্ কি?—কি করে মরল?"

যাহা যাহা ঘটিয়াছে জর্জ সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং অবশেষে বলিলেন, "আমি অত্যন্ত অন্যায় করেছি মা, এবং এর জন্যে মনে মনে খুব অনুতাপও হয়েছে। তুমি এবার আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কখনো তোমার অবাধ্য হব না।" পুত্রের এই সত্যবাদিতা দেখিয়া মেরী আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "তোকে ক্ষমা করব না? নিশ্চয়ই ক্ষমা করব! আজ তোর সত্যবাদিতা দেখে আমার এত আনন্দ হয়েছে যে একশটা ঘোড়া মরে গেলেও আমার কোনো দুঃখ হত না। যা'হোক আশা করি আজকের এই ঘটনা থেকে তোমার বেশ শিক্ষা হবে।"

জীবনে এই একবার মাত্র ওয়াসিংটন জননীর আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন, আর কখনও তিনি মায়ের অবাধ্য হন নাই।

ওয়াসিংটনের মাতৃভক্তির কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইংরেজদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ শেষ হইল তখন মেরী ফ্রেডারিক্‌বার্গে ছিলেন ; ওয়াসিংটন হাঁটিয়া সেখানে চলিয়া গেলেন। ছয় বৎসর পর পুত্রকে দেখিয়া মেরীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কথাই বলিতে পারিলেন না। অবশেষে বলিলেন, "জর্জ, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় আবার তোমাকে দেখিতে পাইলাম বলিয়া তাঁহাকে আজ শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।" মাতাপুত্রে অনেক কথা হইল, কিন্তু তিনি পুত্রের সম্মুখে তাঁহার যশ বা খ্যাতির কথা একটিবারও তুলিলেন না।

ফরাসী সেনাপতি লাফায়েৎ একবার মেরীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি মেরীর নিকট ওয়াসিংটনের অনেক প্রশংসা করিলেন। মেরী তাহা শুনিয়া বলিলেন, "ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই, কারণ জর্জত সর্ব্বদাই আমার উপদেশ মত চলিয়াছে।"

ওয়াসিংটন যখন যুক্ত সাম্রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইলেন তখন নিউইয়র্ক যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মাতাকে একবার দেখিতে গিয়াছিলেন। মেরীর বয়স তখন তিরাশী বৎসর। ওয়াসিংটন বলিলেন, "আমার ইচ্ছা ছিল না যে তোমার এই বয়সে আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাই, কিন্তু ভগবান অন্যরূপ বিধান করিলেন।" মেরী বলিলেন, "সে কি কথা জর্জ্জ, তুমি কর্ত্তব্যের পথে চলিয়াছ। আমার দিন ত ফুরাইয়া আসিয়াছে। এ জীবনে হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া আমি বাধা দিতে যাইব কেন। তুমি যাও, ভগবান তোমাকে যে সুমহান্ কাজের ভার দিলেন তাহা বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করিও, তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।" সত্য সত্যই ওয়াসিংটনের সঙ্গে মেরীর আর দেখা হইল না। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সাইলাস্ ব্যারোস্ নামক নিউইয়র্কের এক ধনবান ব্যক্তি নিজ

ব্যয়ে মেরীর সমাধির উপর মর্ম্মর প্রস্তরের একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সেই স্মৃতিস্তম্ভে আর কিছুই লেখা নাই, কেবল লেখা রহিয়াছে

ওয়াসিংটন জননী

মেরী।

আর কিছু লিখিবার ত প্রয়োজন নাই, কারণ "ওয়াসিংটনের জননী"ই হইল তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাসমাপ্তি

পিতার মৃত্যুর পর জর্জ গৃহে শিক্ষালাভের সুযোগ হারাইলেন। সুতরাং মেরী দেখিলেন এখন আর তাঁহাকে হবি সাহেবের স্কুলে রাখা উচিত নয়। তাই তিনি তাঁহাকে অন্য কোনো স্কুলে পাঠাইয়া ভাল শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

জর্জদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে উইলিয়াম নামক এক সাহেবের একটি ভাল স্কুল ছিল। মেরী ঠিক করিলেন—জর্জকে সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। কিন্তু বাড়ী হইতে এত দূরে গিয়া সেই স্কুলে পড়া সম্ভবপর ছিল না। জর্জের এক বৈমাত্রেয় ভাই উইলিয়াম সাহেবের স্কুলের নিকটেই বাস করিতেন। মেরী ঠিক করিলেন—জর্জকে সেই বাড়ীতে রাখিয়া পড়াইবেন। তদনুসারে তিনি সব ঠিকঠাক করিয়া জর্জকে সেইখানে পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার পূর্ব্বে জর্জকে বলিয়া দিলেন, "পাটীগণিত আর জরিপের কাজ ভাল করে শিখে নিও। আজ

কাল জরিপের কাজ না জান্‌লে ত চলেই না। কত নূতন নূতন জমি আবাদ হচ্ছে, কত লোক এসে আমাদের তালুক জমি ফাঁকি দিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় জরিপ জানা না থাক্‌লে কি চলে ?”

ওয়াসিংটন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি আমাকেও বাবার মত চাষ-আবাদের কাজ করতে হবে ?”

মাতা বলিলেন, “মন্দ কি ? আমাদের এখন যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা’তে চাষ-আবাদের কাজ ছাড়া আর বেশী কি হবে ? এ কাজও তুমি যদি ভাল করে চালাতে পার তা’ হলে বণিক মহাজন অথবা উকিলদের চেয়ে তোমার সম্মান কম হবে না।”

জর্জ বলিলেন, “আচ্ছা, তা’ হলে সে কাজই যাতে শীগ্‌গির শিখে উঠ্‌তে পারি আমি সেই চেষ্টা করব। আমি দেখ্‌ব যা’তে বেশ ভাল কাজ শিখ্‌তে পারি।”

মেরী বলিলেন, “এইটেই হ’ল আসল কথা। ভাল মতে করতে পারলে কোনো কাজই ছোট নয়, কোনো কাজই হেয় নয়।”

জর্জ উইলিয়াম সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। উইলিয়াম খুব বিচক্ষণ শিক্ষক ছিলেন। তিনি দেখিলেন জর্জ পাটীগণিতে বেশ ব্যুৎপন্ন। সুতরাং অনতিবিলম্বে তিনি তাঁহাকে জরিপ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন আমেরিকায় অনেক আমিনের প্রয়োজন হইত। জমির নক্সা প্রস্তুত করিয়া আমিনেরা অনেক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিত। জরিপের কাজ তখন একটা লাভের ব্যবসা ছিল। জর্জ খুব মন দিয়া জরিপের কাজ শিখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্কুলের চারিদিকে অনেক পতিত জমি পড়িয়া ছিল, জর্জ সেই জমি জরিপ করিয়া নক্সা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তের বৎসর বয়সের সময় তিনি জরিপ করিয়া যে সব নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অনেক বিচক্ষণ আমিন সে-সব দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছেন।

স্কুলে পড়িবার সময় ওয়াসিংটনের অনেক রকম খাতা ছিল। কোনো খাতাতে জরিপের বিষয়, কোনো খাতায় পাট্টা-কবুলিয়ত ও খত-হুণ্ডী প্রভৃতি নানা প্রকার দলিলের নমুনা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। একখানি খাতাতে ভাল ভাল পদ্য ও গদ্য হইতে বাছা বাছা লাইনগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আর একটা খাতায় চালচলন ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে নানা উপদেশ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বইগুলি দেখিলে বুঝা যায় ওয়াসিংটন বাল্যকাল হইতেই কেমন বহুদর্শী ছিলেন। একবার একজন বালক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কতকগুলি দলিল নকল করিয়া রাখাতে তোমার কি লাভ হইবে?" জর্জ বলিলেন, "বড় হইয়া বিষয়কর্ম্ম দেখিবার সময় ইহা কাজে লাগিবে, কথায় কথায় উকিলের বাড়ী দৌড়িতে হইবে না।" আমেরিকার লোক তাঁহার এই খাতাগুলি অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিতেছেন। আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি একশত দশটি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সর্ব্বদা সৎসঙ্গে থাকিবে। অসৎসঙ্গ অপেক্ষা একাকী থাকাও ভাল।

কাহারও সম্মুখে কোনো কাজ করিতে গেলে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করিয়া সেই কাজ করা উচিত।

যখন কেহ কথা বলিতেছে তখন কথা কহিও না; কাহাকেও দণ্ডায়মান রাখিয়া নিজে বসিয়া থাকিও না। যখন তোমার চুপ করিয়া থাকা উচিত তখন কথা বলিও না। সঙ্গীরা পথে কোথাও দাঁড়াইলে তাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া যাইও না।

সাধারণ পোষাক পরিধান করিবে। প্রশংসা পাইবার জন্য কৃত্রিম আড়ম্বরের চেষ্টা করিও না। স্থান, কাল ও সমাজ অনুমোদিত রীতি রক্ষা করিয়া চলিও।

যে বিষয়ে পরকে নিন্দা কর, সে বিষয়ে নিজে নির্দোষ হইও; উদাহরণ উপদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলে তাহাকে কখনও দোষ দিও না।

আনন্দের সময় ও আহারের সময় শোকের কথা তুলিও না। অন্য কেহ সে কথা তুলিলে তাহা চাপা দিতে চেষ্টা করিও। বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কাহাকেও স্বপ্নের কথা বলিও না।

যখন পরিহাস করিলে কেহই সুখ বোধ করে না, তখন পরিহাস করিও না। উচ্চহাস্য করিও না, বা বিনা কারণে হাসিও না।

ঠাট্টাচ্ছলেও অপ্রীতিকর কথা বলিবে না।

যেখানে তোমাকে কেহ চায় না সেখানে যাইও না। অযাচিত ভাবে উপদেশ দিতে যাইও না।

বন্ধুর নিকট যাহা গোপনে বলিলে চলে তাহা দশ জনের সম্মুখে বলিও না।

কথা বলিবার আগে চিন্তা করিও। অস্পষ্ট উচ্চারণ করিও না, তাড়াতাড়ি কথা বলিও না।

যখন কেহ কথা বলে তখন তাহা মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করিবে, শ্রোতাদিগকে কোনো প্রকারেই বাধা দিও না। বক্তার কথা শেষ না হইলে উত্তর দিতে যাইও না।

যে সংবাদ সত্য কি না ঠিক জান না, তাহা অন্যের নিকট বলিবার জন্য ব্যগ্র হইও না।

অন্যের গোপনীয় বিষয় বলিবার জন্য উৎসুক হইও না। যাহারা গোপনে কথা বলিতেছে তাহাদের নিকটে যাইও না।

যাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে না—তাহা করিতে যাইও না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যত্নবান হইবে।

অনুপস্থিত লোকের নিন্দা করিও না ; তাহা অন্যায়।

পেটুকের মত ভোজন করিও না।

তোষামোদকারী হইও না।

অপরের দুর্ভাগ্যে সুখী হইও না, এমন কি সে যদি শত্রুও হয়।

কাহাকেও উপদেশ দিতে হইলে কিম্বা কোন ত্রুটি প্রদর্শন করিতে হইলে প্রথমে চিন্তা করিবে যে উহা সর্ব্বসমক্ষে করা উচিত, না নিভৃতে করা উচিত এবং তাহা এখনি করা উচিত, না অন্য সময় করা উচিত। তিরস্কার করিতে হইলেও ক্রোধ প্রকাশ করিবে না, শান্ত ও মধুর ভাবে তাহা করিবে।

কাহাকেও দুর্ব্বাক্য কহিবে না।

কাহারও বিরুদ্ধে উড়ো কথা সহজে বিশ্বাস করিও না।

প্রবীণ ও শিক্ষিত লোকের সম্মুখে হীন বা তুচ্ছ কথা উচ্চারণ করিও না। অজ্ঞ লোকের সম্মুখে কঠিন বিষয় উত্থাপন করিও না।

এই সমস্ত কথা ওয়াসিংটন কোনো পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়াছিলেন অথবা নিজে রচনা করিয়াছিলেন তাহা কেহ জানে না। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বৎসর, সুতরাং উপদেশগুলি সঙ্কলিত হইলেও তাঁহার মত বালকের পক্ষে ইহা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। গাছ কেমন হইবে তাহা অনেক সময় চাড়া দেখিয়াই টের পাওয়া যায়। ওয়াসিংটন যে কালে একজন আদর্শ পুরুষ হইবেন—তাঁহার বাল্যজীবনের ক্রিয়াকলাপ দেখিলেই তাহা অনুমান করা যায়।

হবি সাহেবের স্কুলে তিনি যেরূপ সকল বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এই স্কুলেও তেমনি তিনি সর্ব্ববিষয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যয়নে, ক্রীড়ায়, ব্যায়ামে জর্জ্জের সমকক্ষ কেহ ছিল না।

১৬ বৎসর বয়সের সময় তিনি উইলিয়াম সাহেবের বিদ্যালয়

ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহাকে সকলেই এত ভালবাসিত যে তাঁহার বিদায়কালে অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই।

উইলিয়াম সাহেবের বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া জর্জ্জ ভার্ণনশৈলে লরেন্সের নিকট কিছুদিন বাস করিবার জন্য গমন করেন। সেখানে তিনি গণিত ও জরিপের কাজে আরও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে থাকেন। সৈন্যবিভাগে লরেন্সের অনেক বন্ধু ছিল, তাহারা মাঝে মাঝে লরেন্সের সঙ্গে দেখা করিতে ভার্ণনশৈলে যাইত। তাহাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই জর্জ্জের আলাপ-পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। জর্জ্জ তাহাদের নিকট হইতে যুদ্ধসংক্রান্ত অনেক গল্প শুনিতেন। এই সব শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রাণের সুপ্ত সমরস্পৃহা আবার জাগিয়া উঠিল। এদিকে লরেন্সেরও খুব ইচ্ছা যে জর্জ্জ সৈন্যবিভাগেই প্রবেশ করেন। জর্জ্জ আমিন হইবে—এটা যেন লরেন্সের নিকট মোটেই ভাল লাগিত না। তিনি চেষ্টা করিয়া ইংলণ্ডের রণতরী-বিভাগে জর্জ্জের জন্য একটা চাকুরী ঠিক করিলেন। জর্জ্জও যাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত; এই চাকুরী পাইয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। কিন্তু তিনি লরেন্সকে বলিলেন, "আমার ভয় হয়, মা আমাকে এই কাজে যেতে দিবেন না।" লরেন্স বলিলেন, "সে আমি তাঁর সঙ্গে ঠিক করে নেব।" মেরী এই প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "এ চাকুরীতে গেলে জর্জ্জের চরিত্রদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, কাজেই ইহাতে গিয়া কাজ নাই।" লরেন্স বলিলেন, "জর্জ্জকে যে কোনো জায়গায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া যায়। কোনো প্রলোভনই তাকে কিছু করতে পারবে না।"

মেরী বলিলেন, "বাবা, একথা সত্যিও হতে পারে, আবার মিথ্যেও হ'তে পারে। কাজেই বিপদের আশঙ্কা যেখানে আছে সেখানে না গিয়ে যখন পারা যায় তখন গিয়ে দরকার কি?" কিন্তু লরেন্স

কিছুতেই ছাড়িলেন না ; তিনি একরকম জোর করিয়াই মেরীর সম্মতি আদায় করিলেন। জর্জ্জ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করিলেন এবং জাহাজে নিয়া তুলিলেন। অবশেষে মাতার নিকট বিদায় লইবার জন্য বাড়ী গেলেন। কিন্তু নৌ-সৈনিকের পোষাক পরিয়া জর্জ্জ যখন মাতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন—তখন তাঁহার মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার কেমন একটা আশঙ্কা হইল যেন জর্জ্জ আর ফিরিয়া আসিবে না। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং জর্জ্জকে বলিলেন, "আমি তোকে যেতে দিতে পারব না, তা'হলে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে।"

জর্জ্জ বলিলেন, "আমি চাকুরি নিয়েছি, জিনিসপত্র জাহাজে তুলেছি, এখন আমি কি করে যেতে অস্বীকার করব ?"

মেরী বলিলেন, "মাকে যদি বধ করতে না চাও, তা'হলে জাহাজ থেকে জিনিস তুলে নিয়ে এস, আর তোমার সরকারী পোষাক ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

মাতার কষ্ট দেখিয়া জর্জ্জের মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং মাকে বলিলেন, "মা, তোমার মনে এ রকম কষ্ট দিয়ে আমি যেতে পারব না, আমি যাব না।"

সৈনিক-বিভাগে যাওয়ার জন্য জর্জ্জের প্রবল ইচ্ছা ছিল, মায়ের মনের দিকে চাহিয়া তিনি চাকুরী পাইয়াও তাহাতে গেলেন না। ওয়াসিংটনের মাতৃভক্তির ইহা আরেকটি সুন্দর উদাহরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমিনী

মেরীর ইচ্ছা ওয়াসিংটন বাড়ী থাকিয়া বিষয়কার্য্য শিক্ষা করেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করেন। লরেন্সের ইচ্ছা জর্জ্জ তাঁহার নিকট থাকিয়া নানা বিষয় শিক্ষা করেন, কেন না তাঁহার বিশ্বাস ছিল জর্জ্জ কালে একজন বড়লোক হইবেন,—সাধারণ লোকের মত জীবন কাটাইয়া যাওয়া জর্জ্জের মত লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই এই ভাবী মহাপুরুষকে এখনই নানারূপ রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া দরকার। জর্জ্জ পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন, লরেন্স ইহা মোটেই পছন্দ করিতেন না। কাজেই মেরীকে অনেক বুঝাইয়া শুনাইয়া তিনি জর্জ্জকে নিজের কাছেই রাখিয়া দিলেন। তিনি মেরীকে বলিলেন, "জর্জ্জ যদিও এখনো ছেলেমানুষ তবু মনে হয় যেন সে মস্ত বড়টি হয়েছে, তাকে যেন আমার একজন বন্ধু বলেই মনে হয়। সে চলে গেলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।"

মাতা বলিলেন, "তোমারি ঐরকম হয়, আমারতো আরো বেশী একা বোধ হবার কথা।"

ওয়াসিংটনের বয়স বেশী না হইলেও মানুষ সঙ্গদান করিবার মত মানসিক পুষ্টি তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

সন্তানের সুশিক্ষা হইবে মনে করিয়া মেরী জর্জ্জকে লরেন্সের নিকটেই রাখিয়া দিলেন। লরেন্স জর্জ্জের শিক্ষার খুব ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় তিনি নিজেই তাঁহাকে শিখাইতে লাগিলেন। অস্ত্রচালনা ও ব্যূহরচনা প্রভৃতি সামরিক বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য মিউজ্‌ ও ব্রাম্‌ নামক লরেন্সের দুইজন বন্ধুকে তিনি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই শিক্ষার বন্দোবস্ত দেখিলেই বুঝা

যায় যে তখনো লরেন্সের মনে ইচ্ছা যে জর্জ্জ সৈনিকবিভাগেই প্রবেশ করেন। বাস্তবিক পক্ষে জর্জ্জের মনে যুদ্ধ করিবার ও যুদ্ধ শিখিবার বাসনাকে লরেন্সই প্রোজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধশিক্ষাও লরেন্সেরই চেষ্টায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই শিক্ষারই ফলে ওয়াসিংটন কালে আমেরিকার মুক্তিদাতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাম্ সাহেব ওয়াসিংটনকে অনেকগুলি সামরিক পুস্তক পড়িতে দিয়াছিলেন। এই পুস্তকপাঠে ওয়াসিংটন যেরূপ আনন্দ পাইতেন—আর কিছুতে তেমন পান নাই। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া যুদ্ধসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

উইলিয়াম ফেয়ার ফাক্স ছিলেন লরেন্সের শ্বশুর। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ফেয়ারফাক্স উইলিয়ামেরই আত্মীয় ছিলেন। এই ফেয়ার ফাক্স পরিবার সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন ছিলেন। ভার্ণন-শৈলে অবস্থিতি কালে উইলিয়াম্ ফেয়ার ফাক্সের সঙ্গে জর্জের পরিচয় হয়। জর্জের অশেষ গুণরাশি ও আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া ফেয়ার ফাক্স মুগ্ধ হইয়া যান। তিনি তাঁহার পরিবারে জর্জকে পরিচিত করিবার নিমিত্ত লরেন্সের নিকট প্রস্তাব করেন। লরেন্স দেখিলেন এ প্রস্তাব অতি উত্তম। ফেয়ার ফাক্সের মত শিক্ষিত পরিবারের সহিত মিশিলে জর্জ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের রীতিনীতি অনায়াসেই শিখিতে পারিবে। ফলেও তাহাই হইল। ফেয়ার ফাক্সের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণ জর্জের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গে জর্জের বেশ ঘনিষ্ঠতা দাঁড়াইয়া গেল এবং তিনি আচার-ব্যবহারে সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যে সব গ্রাম্যতা দোষ ছিল তাহা দূর হইয়া গেল।

এই ফেয়ার ফাক্স পরিবারেই লর্ড ফেয়ার ফাক্সের সঙ্গে ওয়াসিংটনের আলাপ পরিচয় হয়। লর্ড ফেয়ার ফাক্স অতি সৌখীন

প্রকৃতির লোক ছিলেন। একদিকে যেমন বিদ্যানুশীলন অন্যদিকে তেমনি অশ্বচালনা, নানারূপ ব্যায়াম ও মৃগয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি দেখিলেন এই সমস্ত বিদ্যায় জর্জও বিশেষ পারদর্শী, সুতরাং এই বিনয়ী ও তেজস্বী যুবককে তাঁহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। তিনি শিকারে কিম্বা অন্য কোথাও যাইতে হইলে সর্ব্বদাই জর্জকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

ভার্জিনিয়াতে লর্ড ফেয়ার ফাক্সের প্রকাণ্ড জমিদারী ছিল। কিন্তু সেই জমিদারীর অধিকাংশই নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অরণ্যে একদিকে যেমন ভীষণ হিংস্রজন্তুসমূহ বাস করিত, অন্যদিকে তেমনি হিংস্র এবং তেমনি ভয়ানক আদিম অধিবাসী "রেড্ইণ্ডিয়ান্"গণ বাস করিত। কাজেই সেই বনভূমি জনহীন অবস্থায় পড়িয়া ছিল; তাহাতে কেহ বসবাস বা কৃষিকার্য্য করিবার চেষ্টাই করিত না। যদি বা কখনও কোনো ঔপনিবেশিক সেখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিত তাহা হইলে সে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই করিত, জমিদারকে তাহার অস্তিত্বের কথা জানিতেই দিত না। কোনোক্রমে জমিদার যদি তাহাকে ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলেও সে কিছুতেই কর দিতে সম্মত হইত না এবং ভূস্বামীকে ফাঁকি দিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিত। এদিকে ফরাসীরাও সেদিকে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং ফেয়ার ফাক্স দেখিলেন, এখন আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে, অন্ততঃ জমিদারীটা জরিপ করাইয়া রাখিতে হয়। তিনি জানিতেন যে ওয়াসিংটন জরিপের কাজ খুব ভাল জানেন। একদিন সহসা তিনি ওয়াসিংটনকে আমিনের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। ওয়াসিংটনত শুনিয়া অবাক্! তিনি হৃষ্টচিত্তে ফেয়ার ফাক্সকে বলিলেন যে এ কাজ গ্রহণ করিতে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার লরেন্স ও তাঁহার মাতার সম্মতি লওয়া দরকার। ফেয়ার ফাক্স

তাহাতে রাজী হইলেন। লরেন্স ও মেরীর মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা কোনো আপত্তি করিলেন না, সুতরাং ওয়াসিংটন আমিনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

জর্জ জমি জরিপ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেন যে, এ বড় ভীষণ কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দুর্গম বন, তদুপরি বৃষ্টিপাত হইলে বনপথ অধিকতর দুর্গম হইয়া উঠে। একদিকে ভয়ঙ্কর শীত, অন্যদিকে হিংস্র জন্তু ও অসভ্য মানুষে বনভূমি পূর্ণ। অথচ রাত্রিকালে মাথা রাখিবার স্থানটুকুও নাই। কখন যে কোথায় প্রাণ যায় তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কোথাও কোথাও আবার কোনো কোনো ঔপনিবেশিক জমিদারের বিনা অনুমতিতে বসবাস করিতেছে। এই জরিপের ফলে তাহাদের কোনো স্বার্থহানি ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে, তাহাদের হাতেও প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে পারে। এমন অসীম বিপদরাশি অথচ ওয়াসিংটনকে তখন বালক বলিলেও চলে, কারণ তাঁহার বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। এই বীর বালক কিন্তু এই দুঃসাহসের কার্য্যে কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না।

ওয়াসিংটন তখন যে ডায়রী লিখিতেন, তাহা হইতে তাঁহার তখনকার জীবনবৃত্তান্ত জানা যায়। অনাহারে, অনিদ্রায় কত দিন কত রাত্রি কাটিয়াছে। আশ্রয়াভাবে কত দিন বৃক্ষতলে শয়ন করিতে হইয়াছে, কত সময় অসভ্য অধিবাসীদের সঙ্গে কাল যাপন করিতে হইয়াছে। এক বন্ধুকে তখন তিনি এইরূপ এক চিঠি লিখিয়াছিলেন—"তোমার চিঠি পাইয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি; কারণ, উহা যখন পাইলাম তখন আমি বিশ্রী অসভ্য লোকদের মধ্যে বাস করিতেছিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছি তাহার পর তিন চারি রাত্রি যাবৎ বিছানায় শুইয়া ঘুমাইবার সুযোগ পাই নাই। সমস্ত দিন বহু দূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া রাত্রে খড়, কুটা বা ভাল্লুকের ছাল—যেদিন যা

জুটিত তারই উপরে পড়িয়া ঘুমাইয়া থাকিতাম। অসভ্যেরাও স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া আমার পাশেই ঘুমাইত। আগুণের কাছে যে শয়ন করিতে পারিত সে-ই নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মনে করিত।......এ পর্য্যন্ত আমি এক দিনের জন্যও পোষাক ছাড়ি নাই, রাত্রেও পোষাক পরিয়াই ঘুমাইতে হয়।"

একদিনের ডায়রী বা রোজনামচায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "বেলা ২টা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া আকাশ একটু পরিষ্কার হইল। এমন সময় প্রায় ত্রিশজন 'ইণ্ডিয়ান্' আসিয়া উপস্থিত। আমাদের সঙ্গে কিছু মদ ছিল, তাহা হইতে কিছু তাহাদিগকে দেওয়া গেল। মদপান করিয়া তাহাদের এমন স্ফূর্ত্তি হইল যে তাহারা নাচিতে উদ্যত হইল। অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে তাহারা একটা অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। তৎপর সকলে সেই আগুণটা ঘিরিয়া বসিল এবং একজন দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিল, কি প্রণালীতে নাচিতে হইবে। তাহার কথা শেষ হইলে তাহাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল নাচিতে পারে সে সুপ্তোত্থিত লোকের মত লাফাইয়া উঠিয়া সকলের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। সে নৃত্য দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। তাহার পর সকলেই নৃত্য করিয়া গেল। এই নৃত্যের পর বাদ্য আরম্ভ হইল। একটা পাত্রে জল ভরিয়া তাহার মুখে একটা হরিণের চামড়া কসিয়া বাঁধা হইল। একটা লাউয়ের ভিতরে কতকগুলি পাথরের টুক্‌রা ভরা হইল। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সেই লাউটার মধ্যে একটা ঘোড়ার লেজ ঝুলান ছিল। অতঃপর নৃত্য এবং সেই নৃত্যের তালে তালে বাদ্য আরম্ভ হইল। একজন লোক লাউটা ঘট্‌ঘট্ করিতে লাগিল এবং আরেকজন লোক তাহাদের সেই ঢাক পিটাইতে লাগিল।"

ওয়াসিংটন একদিন মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি ঘুমাইয়া আছেন এমন সময় সহসা "আগুণ আগুণ" বলিয়া চীৎকার উঠিল।

তিনি জাগিয়া দেখেন যে তাঁহারি তৃণশয্যায় আগুণ ধরিয়াছে, আরেকটু হইলে জীবন্ত অবস্থায় তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হইত।

এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তিনি নিজে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ফেয়ার ফাক্সের জমি জরিপ করিয়া তিনি এমন সুন্দর নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিলেন যে তাহা দেখিয়াই সকলে ভূমির দোষগুণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিল এবং কোন্ অংশের কিরূপ মূল্য হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিতে পারিল। ক্রেতাগণ কেবল এই কাগজ পত্র দেখিয়াই ভূমি কিনিতে লাগিল।

ওয়াসিংটনের জরিপের প্রশংসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে তাহা ভার্জিনিয়ার শাসনকর্ত্তাদের কাণে গেল। তাঁহারা তাঁহাকে ডাকাইয়া সরকারী আমিনের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে কাজ করিতেন যে তাঁহার জরিপের ফলাফল সম্বন্ধে কেহ কোনো সন্দেহ পোষণ করিত না,—উহা অভ্রান্ত বলিয়া সকলেই মানিয়া লইত। কোনো জমি লইয়া তুর্ক উপস্থিত হইলে ওয়াসিংটনের চিঠা সব মীমাংসা করিয়া দিত, অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হইত না। বাস্তবিক পক্ষে তাহার জরিপে কেহ কোনো দিন একটি ভুলও বাহির করিতে পারে নাই।

ভগবান যাহাকে দিয়া যে কাজ করাইবেন তাহাকে সেই কাজের উপযুক্ত করিয়া তোলেন। ওয়াসিংটনকেও ভবিষ্যতের কর্ম্মোপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্যই এই আমিনীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমিনের কাজ করিয়া তাঁহার প্রভূত উপকার হইয়াছিল। নানারূপ দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিষ্ণু দেহ অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। জরিপের কাজ করিয়া তাঁহার চোখ এমন পাকা হইয়া গিয়াছিল যে তিনি শুধু দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারিতেন, কোন্ পাহাড়টা কত দূরে এবং কতখানি উঁচু, কোন্ নদী কতটা চওড়া, কোন

স্থানের কি কি সুবিধা এবং কি কি অসুবিধা। ভাবী সেনাপতির পক্ষে যে এই অভিজ্ঞতা একেবারে অমূল্য তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা ছাড়া এই আর্মিনের কাজ করিয়া দেশের সকল মান্যগণ্য লোকের নিকট তিনি পরিচিত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি যে ক্ষমতাশালী পুরুষ সকলেরই তাহা বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দৌত্য

ওহিয়োনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ লইয়া ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ তাই যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া সেই সকল সৈন্যকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্য-পরিচালনার সুবিধার জন্য তাঁহারা সমগ্র উপনিবেশটিকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করিলেন। ভার্জিনিয়া এই ভাবে চারিভাগে বিভক্ত হইল এবং এক ভাগের সমর-প্রধান হইলেন লরেন্স।

কিন্তু লরেন্সের যক্ষ্মারোগ দেখা দিয়াছিল; সুতরাং অল্পদিন কার্য্য করিবার পরেই যখন তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন তিনি জর্জকে ডাকিয়া সেই পদে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জর্জ এই প্রস্তাব শুনিয়া অনেক আপত্তি তুলিলেন। একে তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ, তদুপরি তাঁহার কিছুমাত্র সামরিক অভিজ্ঞতা নাই, অথচ এই পদ গভীর দায়িত্বপূর্ণ,—এ অবস্থায় তাঁহাকে এই পদ দিবে কেন? লরেন্স বলিলেন, "বয়সদ্বারা লোকের গুণের পরিমাপ

চলে না। তোমার চেয়ে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না—তা জানি। তুমি ইহাপেক্ষাও বড় পদে নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত। কর্তৃপক্ষ তোমার পরিচয় পাইলে তোমাকেই নিযুক্ত করিবেন।" জর্জ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কাজ পাইলে আমাকে কি করিতে হইবে?"

"সৈন্যদিগকে কাওয়াজ শিখাইতে হইবে এবং তাহারা যাহাতে ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষা দান করিতে হইবে।"

"সমস্ত সময় আমাকে তাহা হইলে ইহা লইয়াই থাকিতে হইবে?"

"তা হইবে না বটে তবে এ কাজের দায়িত্ব বড় গুরুতর। সৈন্যদের কোনো ত্রুটি দেখিলে তোমাকেই সকলে দোষ দিবে। এ কাজের বেতন বার্ষিক ১৫০০৲ টাকা।"

"কিন্তু এই কাজে বিস্তর অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, আমার ত মোটেই অভিজ্ঞতা নাই। আর এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমি কেমন করিয়া চালাইব, তাহাই ভাবিতেছি।"

লরেন্স বলিলেন, "তুমি একাজ বেশ চালাইতে পারিবে তাহা আমি জানি। এখন দেখি তোমাকে ইহাতে নিযুক্ত করিবার জন্য কি করিতে পারি!"

ওয়াসিংটনের খ্যাতি রাজপুরুষদের কর্ণগোচর হইয়াছিল, সুতরাং লরেন্সের প্রস্তাব তাঁহারা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিলেন।

লরেন্সের শারীরিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারগণ উপদেশ দিলেন, শীতকালটা কোনো উষ্ণতর স্থানে কাটাইয়া আসা উচিত। তদনুসারে লরেন্স বার্বাডোজ্ দ্বীপে যাওয়া স্থির করিলেন। পত্নীকে সঙ্গে নিতে পারিলেন না বলিয়া ওয়াসিংটনকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। জর্জ কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়া লরেন্সের সঙ্গে বার্বাডোজ দ্বীপে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া লরেন্সের কিছু

মাত্র উপকার হইল না। বার্বাডোজে তখন খুব বসন্ত হইতেছিল, ওয়াসিংটনও উক্ত রোগাক্রান্ত হইলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি ভাল হইলেন বটে, তবে বসন্তের দাগ তাঁহার শরীরে জীবন ভরিয়াই ছিল।

জীবনের কোনো আশা নাই দেখিয়া লরেন্স ভার্ণনশৈলে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিবার ৬।৭ সপ্তাহ পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ৩৪ বৎসর বয়সের সময় লরেন্স ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। মৃত্যুর পূর্ব্বেই লরেন্স উইল করিয়া ভার্ণনশৈল ও তাঁহার সম্পত্তি স্ত্রী ও তাঁহার একমাত্র কন্যার নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং জর্জকেও প্রচুর ধনসম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। সেই উইলে ইহাও লিখিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার কন্যা যদি না বাঁচে তাহা হইলে ভার্ণনশৈল ও সমস্ত সম্পত্তি জর্জ পাইবে। জর্জের বয়স যদিও তখন সবে মাত্র কুড়ি তথাপি তাঁহাকেই তিনি প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া গেলেন। কিছুদিন পরেই কন্যাটির মৃত্যু ঘটাতে ওয়াসিংটন ভার্ণনশৈল ও সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন।

লরেন্সের মৃত্যুর পূর্ব্বেই জর্জ কাজে যোগ দান করিয়াছিলেন। ফরাসীদের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ডিন্ উইডি ইংলণ্ড হইতে ভার্জিনিয়ার গভর্ণররূপে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি আসিয়া ওয়াসিংটনকে ভার্জিনিয়ার উত্তর বিভাগের ভার অর্পণ করেন। এই কাজে ওয়াসিংটন তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি এই কাজের ভিড়ের মধ্যেও তিনি রুগ্ন ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিবার সময় করিয়া লইয়াছিলেন।

যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল—গভর্ণর ডিন্ উইডি তখন মনে করিলেন যে যুদ্ধঘোষণা করিবার পূর্ব্বে একবার আপোষে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা উচিত। তদনুসারে ফরাসী-দুর্গে একজন দূত প্রেরণ করিবেন স্থির করিলেন। ফরাসী-দুর্গ ৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত।

সেখানে যাওয়ার রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ। নদনদী, পাহাড়পর্ব্বত, বনজঙ্গলে সমস্ত দেশ আবৃত। তাহার মধ্যে হিংস্রজন্তু এবং অসভ্য অধিবাসিগণ বিচরণ করে। ফরাসীগণ ঘুষ দিয়া অসভ্যগণকে হাত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের হাতে পড়িলে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা একরূপ অসম্ভব। শীতকালে নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, বনভূমি তুষারাচ্ছন্ন থাকে, সেই দারুণ শীতে শরীরের রক্ত জমিয়া বরফ হইয়া যাইতে চায়। আবার বর্ষাকালে নদীর জল সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহা পার হওয়াই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। জিষ্ট নামক একজন ইংরেজ সেই প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া সেখানকার পথঘাট ও আদিম অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গভর্ণর সাহেবকে বলিলেন, "আপনি যে দূত পাঠাইবেন ঠিক করিয়াছেন, লোক পাইবেন কোথায়? এ কাজে যে যাইবে তাহার যে প্রাণসংশয়।" বাস্তবিক হইলও তাহাই। গভর্ণর সাহেব বহুদিন চেষ্টা করিয়াও একজন লোক ঠিক করিতে পারিলেন না।

সহসা একদিন ওয়াসিংটন গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমি এ দৌত্য গ্রহণ করিতে রাজী আছি।" গভর্ণর আনন্দ-চিত্তে তাঁহাকে এই কাজে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাকে একখানি পত্র দিয়া বলিয়া দিলেন "ইহা ফরাসী গভর্ণরের হাতে দিয়া ইহার উত্তরের জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে উত্তর না পাইলে ফিরিয়া আসিবেন।"

ওয়াসিংটন এই দুঃসাহসিক কাজে যাইবার পূর্ব্বে জননীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। জননী বুঝিলেন, এরূপ কাজের ভার নেওয়া জর্জের পক্ষে ভাল হয় নাই এবং পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার মত বয়সের লোকের পক্ষে এ অতি কঠিন কাজ;

কিন্তু যাও, ভগবান তোমাকে বুদ্ধি দিবেন এবং তোমার সমস্ত কাজের উপর চোখ রাখিবেন। তুমি তাঁহার উপর সব সমর্পণ করিয়া দিও। তুমি কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আস, আমি নিরন্তর এই প্রার্থনা করিব।"

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর জিষ্ট প্রভৃতি আটজন সাহসী লোক সঙ্গে করিয়া ওয়াসিংটন ভার্জিনিয়া হইতে যাত্রা করিলেন। দশ দিন পথ চলিবার পর তাঁহারা আদিম অধিবাসীদের একটি রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহারা ফরাসীদের উপর খুব চটা ছিল, সুতরাং ওয়াসিংটন সহজেই তাহাদিগকে নিজেদের পক্ষে আনিতে সমর্থ হইলেন। ঐ অঞ্চলের রাস্তাঘাট তাঁহাদের ভাল জানা ছিল না, ওয়াসিংটন কয়েকজন আদিম অধিবাসীকে পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইলেন।

তাঁহারা ৩১শে অক্টোবর রওনা হইয়াছিলেন, আর সেখানে গিয়ে পৌঁছিলেন ১১ই ডিসেম্বর। ফরাসী গভর্ণর চিঠি পাইয়া উহার কি উত্তর দিবেন তাহা পরামর্শ করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে ওয়াসিংটন সেই দুর্গের সমস্ত বিবরণ, তাহার সৈন্য-সংখ্যা প্রভৃতি লিখিয়া লইলেন। দুর্গের একটা মানচিত্রও তিনি আঁকিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ একদিন কাজে লাগিতে পারে।

দুই দিনের মধ্যেই ওয়াসিংটন ফরাসী গভর্ণরের উত্তর পাইলেন। তিনি তখনি ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন ভয়ানক শীত পড়িয়াছে, বরফ অত্যন্ত পুরু হইয়া পড়িয়াছে, একটু একটু ঝড়ও আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে তাঁহাদের ঘোড়াগুলি সব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ফিরিবার সময় পথে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তদুপরি আরেক মুস্কিল উপস্থিত হইল। তাঁহার সঙ্গে যে সব ইণ্ডিয়ান পথপ্রদর্শক হইয়া গিয়াছিল, ফরাসীগণ তাহাদিগকে উৎকোচ দিয়া ভাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ওয়াসিংটন প্রথমে কৌশল, অবশেষে ভৎর্সনা দ্বারা ফরাসীদের এই চেষ্টা

ব্যর্থ করিলেন। তাহারা তখন আরেক উপায় অবলম্বন করিল। ইণ্ডিয়ান্‌রা যে ভয়ানক মদপ্রিয় তাহা সকলেই জানিত, মদ পাইলে তাহারা না করিতে পারে এমন কাজ নাই। ফরাসীরা তাহাদিগকে মদ পান করাইয়া এমন মাতাল করিয়া দিবে ঠিক করিল, যে ওয়াসিংটন তাহাদের নিকট হইতে আর কোনো সাহায্যই পাইবেন না। ওয়াসিংটন বুঝিলেন যে তাহাদের এই চেষ্টা সফল হইলে আর উপায় নাই, এবং ইণ্ডিয়ান্‌রা মদ যে রকম ভালবাসে তাহাতে এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়া খুবই সম্ভব। গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি তীব্র ভাষায় ফরাসীদের এই নির্লজ্জ আচরণের প্রতিবাদ করিলেন। ফরাসীরা লজ্জিত হইয়া নিরস্ত হইল।

বরফ পড়িয়া পথ দুর্গম হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই সুবিধা হইল না। কখনও নৌকা পাহাড়ে আঘাত লাগিয়া চূড়মাড় হইয়া যাইবে আশঙ্কা হইতে লাগিল; কখনো জল কম বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের মধ্যে আধঘণ্টা একঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত নৌকা ঠেলিতে হইল। এক স্থানে গিয়া দেখিলেন নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তখন নৌকা তীরে তুলিয়া স্থলপথে তাহা এক মাইল রাস্তা পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইল। এই ভাবে চলিয়া তাঁহারা ডেনাঙ্গো নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে তাঁহাদের জন্য ঘোড়া অপেক্ষা করিয়া আছে। তাঁহাদের জিনিসপত্রের বোঝা সেই লোকগুলির ঘাড়ে দিয়া তাঁহারা শরীরটাকে একটু হাল্কাবোধ করিলেন। অশ্বারোহণে তাঁহারা তিন দিন চলিলেন। তুষারপাত ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, এবং ঘোড়াগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। ওয়াসিংটন দেখিলেন এই ভাবে চলিলে তাঁহাদের ভার্জিনিয়ায় পৌছিতে অনেক সময় লাগিবে। হয়ত বড় দিনের ছুটির আগে তাঁহারা পৌছিতেই

পারিবেন না। তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের এবং দেশবাসীর অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, জিষ্টকে লইয়া বনপথে সোজা-সুজি ভার্জিনিয়াতে চলিয়া যাইবেন, তাঁহাদের সঙ্গীরা জিনিসপত্রসহ যত দিনে পারেন ভাল রাস্তায় ফিরিবেন।

ইহা শুনিয়া জিষ্ট বলিলেন, "এই পথে গেলে আগে পৌঁছা দূরে থাক, কোনো দিন পৌঁছিব কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

ওয়াসিংটন বলিলেন, "জিষ্ট, তুমি বড় বেশী ভয় পাও। আমার ত মনে হয় তুমি আমি দুজনেই এ কাজের সম্পূর্ণ উপযোগী। একটু বেশী কষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইব না, এরূপ হইতেই পারে না।" তাঁহার এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া জিষ্টকে অগত্যা রাজী হইতে হইল। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে লইয়া দুইজন বনের মধ্য দিয়া রওনা হইলেন। পথে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তাহা দিয়া তল্পী বাঁধিয়া পিঠে ঝুলাইলেন এবং হাতে একটি করিয়া বন্দুক লইলেন। প্রথম দিন তাঁহারা আঠার মাইল চলিয়া এক ইণ্ডিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। পদব্রজে পথ চলিতে ওয়াসিংটনের তেমন অভ্যাস ছিল না, কারণ দূরের পথ তিনি সর্ব্বদাই অশ্বারোহণে যাইতেন। যাহা হোক, ক্লান্তিবোধ করিলেও ওয়াসিংটন বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিলেন না; রাত্রি দুইটার সময় উঠিয়া আবার যাত্রা করিলেন। প্রাতঃকালে একজন আদিম-নিবাসীর সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল। সেই লোকটা জিষ্টের নাম জানে দেখিয়া উভয়েই অবাক্ হইলেন। সে বলিল, "আমি আপনাদিগকে ভেনাঙ্গোতে দেখিয়াছি।" জিষ্টের তখন মনে পড়িল যে ফরাসীদুর্গে যাইবার সময় পথে ইহাকে দেখিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাহার উপর সন্দেহ আরো বেশী হইল। সে কিন্তু খুব হৃদ্যতার ভাব দেখাইয়া বলিল, "আপনাদিগকে আবার দেখিতে পাইয়া বড় খুসী হইয়াছি। কিন্তু

আপনারা এইদিকে হাঁটিয়া কোথায় যাইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।” জিষ্ট সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “আমাদের দরকার আছে।” তারপর সেই রেড্ ইণ্ডিয়ান্ নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য স্থান জানিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ‘ডেনাঙ্গো হইতে কখন রওনা হইলেন,’ ‘আপনাদের সঙ্গের লোকজন কোথায়’—ইত্যাদিরূপ বহু প্রশ্ন হইতে লাগিল। জিষ্ট অত্যন্ত সাবধানে এবং সংক্ষেপে উত্তর দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে যখন আবার জিজ্ঞাসা করিল, “আপনারা কোথায় যাইতে চান?” তখন ওয়াসিংটন বলিয়া ফেলিলেন, “আমরা এলিঘেনি যাব। কোন্ দিকে গেলে সোজা হবে তা’ বল্‌তে পার?” সে উত্তর করিল, “পারি বই কি! আপনাদের জিনিসগুলি আমার কাছে দিয়ে দিন।” ওয়াসিংটন সেই রেড্ইণ্ডিয়ানের ঘাড়ে বোঝা চাপাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। দশ মাইল পথ তাঁহারা খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিয়া গেলেন। কিন্তু এই দশ মাইল গিয়াই ওয়াসিংটনের পায়ে ফোস্কা পড়িল এবং তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর জিষ্ট তাঁহাদের পথপ্রদর্শককে বলিলেন, “তুমি যেন আমাদিগকে বেশী উত্তরপূর্ব্বদিকে লইয়া যাইতেছ বলিয়া বোধ হইতেছে।” ওয়াসিংটন বলিলেন, “আমারও সেইরূপ বোধ হইতেছে। একটু বেশী যে উত্তরপূর্ব্বদিকে চলিয়া আসিয়াছি তাহা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি।” লোকটার উপর উভয়েরই সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছিলেন না। ওয়াসিংটন বলিলেন, “এইখানে আজ থামা যাক। আমার বিশ্রাম করা দরকার।”

রেড্ ইণ্ডিয়ান্ বলিল, “আমাকে আপনার বন্দুকটা দিয়া দিন, তাহা হইলে আপনার শরীর অনেকটা হাল্কা বোধ হইবে।” ওয়াসিংটন বলিলেন, “না, আমার বন্দুক আমার কাছেই থাক। আমার বোঝাটি

নিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে।" ইণ্ডিয়ান বলিল, "কিন্তু এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমার কুটীর বেশ নিরাপদ স্থান, সেখানে যদি যেতে চান ত যেতে পারেন।" জিষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কুটীর কতদূরে ?"

"বেশী দূরে নয়। এখান থেকে বন্দুকের আওয়াজ করলে শোনা যেতে পারে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উভয়ে তাহার সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়া জিষ্টের মন আর কিছুতেই চলিল না। তিনি বলিলেন, "আমি আর যাব না।" ইণ্ডিয়ান্ বলিল, "আর বেশী দূরে নয়, এখনান থেকে ডাক দিলে আমার বাড়ী থেকে শোনা যায়। চলুন, এক্ষুণি পোঁছে যাব।"

তাঁহারা আরো দুই মাইল চলিয়া গেলেন। ওয়াসিংটন তখন ইণ্ডিয়ানটাকে ডাকিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "সাম্‌নে যেখানে প্রথম জল দেখ্‌তে পাব সেখানেই আমি থামব এবং তোমাকেও থাম্‌তে হবে।"

ইহার কয়েক মিনিট পরেই তাঁহারা বন হইতে বাহির হইয়া একটা প্রান্তরে পড়িলেন। ইণ্ডিয়ান তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু দূরে আগে আগে চলিতেছিল। সে সহসা তাহার বন্দুক তুলিয়া জিষ্টকে গুলি করিল। সৌভাগ্যের বিষয় সেই গুলি জিষ্টের শরীরে লাগে নাই। তাঁহারা দুইজনই লোকটাকে ধরিবার জন্য দৌড়িলেন; দেখিলেন একটা গাছের আড়ালে দাড়াইয়া সে বন্ধুকে আবার গুলি ভরিতেছে। জিষ্ট তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উত্তোলন করিলেন। ওয়াসিংটন তাঁহার বন্দুক ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ওকে এখন গুলি করলে চল্‌বে না, তা'হলে আমরা আরো গুরুতর বিপদে পড়ব।" বাস্তবিক উহাকে গুলি করিয়া বধ করিলে হয়ত রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের হাতে পড়িয়া উভয়েই প্রাণ হারাইতেন। ওয়াসিংটন তাড়াতাড়ি গিয়া অসভ্যটার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইলেন এবং

আগে আগে চলিতে অনুমতি করিলেন। প্রথম জলাশয় দর্শনেই তাহার তীরে একটা অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে বলিলেন। লোকটা তাঁহাদের কথামত সমস্ত কাজ করিতে লাগিল। আগুন জালান হইলে জিষ্ট তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে বসিয়া গেলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন," তুমি বোধ হয় পথ হারিয়ে গিয়েছিলে, তাই ঐ রকম বন্দুকের আওয়াজ করেছিলে?" অসভ্যটা উত্তর করিল, "না, আমি পথ হারাব কেন! আমার বাড়ী আমি চিনি; এখান থেকে সেটা বেশী দূরে নয়।" জিষ্ট বলিলেন, "আচ্ছা, তা' হ'লে তুমি এখন বাড়ী যাও। তোমাকে এই রুটি দিচ্ছি, এটি তুমি নিয়ে যাও, কিন্তু সকাল বেলা আমরা তোমার কাছে খাবার চাই।" সে যে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে ইহাতে সে অত্যন্ত আরাম বোধ করিল এবং প্রাতঃকালে তাঁহাদের প্রাতরাশের আয়োজন লইয়া আসিবে বলিয়া গেল। সে চলিয়া যাওয়ার সময় ওয়াসিংটন তাহার বন্দুকটি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

রাত্রি তখন ৯টা। সেস্থানে আর অপেক্ষা করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া প্রজ্বলিত আগুনের আলোকে কম্পাস্ দেখিয়া তাঁহারা দিক নির্ণয় করিয়া লইলেন এবং তখনি পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহারা কোথাও থামিলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল, মধ্যাহ্ন আসিল, সন্ধ্যা আসিল, তথাপি তাঁহারা থামিলেন না। অবশেষে তাঁহারা এক প্রশস্ত নদীতীরে উপনীত হইলেন। নদীর জল তখনো জমে নাই, সুতরাং হাঁটিয়া পারহওয়া অসম্ভব। সেই জনশূন্য নদীতীরে তাঁহারা দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এখন উপায় কি? জিষ্ট বলিলেন, "এর চেয়ে ইণ্ডিয়ানটার হাতে মরণ ছিল ভাল।" ওয়াসিংটন বলিলেন," "ঘাব্‌রাইও না। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। চল একটা ভেলা প্রস্তুত করি।"

জিষ্ট বলিলেন, "ভেলা প্রস্তুত করিয়া কি হইবে? যে রকম বড় বড় বরফের টুক্‌রা ভাসিয়া চলিয়াছে ইহার আঘাতে ভেলা কতক্ষণ

টিকিবে? আর ভেলা প্রস্তুতই বা করিবে কেমন করিয়া?" ওয়াসিংটন বলিলেন," আমার সঙ্গে কুঠার আছে। চল চেষ্টা করিয়া দেখি; তাহাতে আর আপত্তি কি? মরিলেও লোকে বলিবে, যে মানুষের মত মরিয়াছে।" জিষ্ট উত্তর করিলেন, "তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। যদি কোনো মানুষ এই নদী পার হইতে পারে, তাহা হইলে সে তোমার মত মানুষই পারে।"

পরদিন ভেলা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভেলাটি প্রস্তুত করিতে সমস্ত দিন লাগিল। সন্ধ্যার সময় জিনিসপত্র সহ তাঁহারা ভেলা ভাসাইলেন। মধ্যনদীতে ভেলা উপস্থিত হইলে দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড বরফের টুকরা সেই দিকে অত্যন্ত বেগে আসিতেছে। জিষ্ট তাহা দেখিয়া একেবারে আশা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "এই ভেলায় চড়িয়া আমরা ওপারে কিছুতেই পৌছিতে পারিব না।"

ওয়াসিংটন বলিলেন, "বরফটার সঙ্গে যাহাতে ধাক্কা না লাগে চল সেই চেষ্টা করি।" এই কথা বলিতে না বলিতে বরফের সঙ্গে ভেলার এমন প্রবল ধাক্কা লাগিল যে ওয়াসিংটন নদীগর্ভে পড়িয়া গেলেন। জিষ্ট অত্যন্ত ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ওয়াসিংটন ভেলার একটা কাঠ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহাতে ভর করিয়া তিনি আবার ভেলায় উঠিয়া পড়িলেন। এমন বিপদেও তিনি কিছুমাত্র দমেন নাই। জিষ্টকে বলিলেন, "ঠাণ্ডাজলে বেশ একটু স্নান করা গেল।"

জিষ্ট বলিলেন, "তুমি যে ডুবিয়া যাও নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সাধারণ লোকে এ রকম বিপদে পড়িলে যেরূপ ঘাব্‌রায়, তুমি সেরূপ ঘাব্‌রাও নাই, তাই রক্ষা!"

ওয়াসিংটন উত্তর দিলেন, "যে পর্য্যন্ত একটি বিশ্বাসী ভক্ত আমার জন্য প্রার্থনা করিবে সে পর্য্যন্ত আমার কোনো ভয় নাই।" তিনি তাঁহার মাতার কথা বলিতেছিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। জিষ্ট দেখিলেন পর পারে উপনীত হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। অন্ধকার গাঢ় হইলে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। নদীমধ্যে একটি ছোট দ্বীপ ছিল, ঐখানে তিনি রাত্রিযাপনের প্রস্তাব করিলেন। ওয়াসিংটন ইহাতে সম্মত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা দ্বীপে পৌছিলেন বটে, কিন্তু দুরন্ত শীতে তাঁহাদের রক্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইল। একে শীতপ্রধান দেশ, তদুপরি শীতকাল; তাহার মধ্যে সিক্তবস্ত্রে এই নিরাশ্রয় দ্বীপে মুক্ত আকাশের নীচে রাত্রিযাপন করা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? জিষ্ট বলিলেন, "আমার আঙ্গুলের রক্ত জমিয়া গিয়াছে, শীঘ্রই শরীরের রক্তও জমিয়া যাইবে।" ওয়াসিংটন বলিলেন, "আশা ছাড়িলে চলিবে না। শীত খুব বেশী পড়িয়াছে বটে কিন্তু উহাই আমাদের পক্ষে সুলক্ষণ। এই প্রচণ্ড শীতে সমস্ত নদী জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। এখানে অঙ্গ-সঞ্চালনের যথেষ্ট স্থান আছে, চল আমরা ছুটাছুটি করিয়া শরীরের রক্ত গরম রাখি, তাহা হইলে আর উহা জমিবার সুযোগ পাইবে না। এ অবস্থায় ঘুমাইলে মৃত্যু অনিবার্য্য।"

জিষ্ট বলিলেন, "হাঁ, এখন নিদ্রা গেলে তাহা চিরনিদ্রায় পরিণত হইবে।" *

সমস্ত রাত্রি তাঁহারা অঙ্গচালনা করিয়া শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিলেন। প্রভাতে দেখা গেল সমস্ত নদী জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলেন। অপর তীরে মিষ্টার ফ্রেজিয়ারের কুঠি ছিল; সেখানে গিয়া তাঁহারা অগ্নি ও খাদ্য পাইয়া পরম আরাম অনুভব করিলেন।

গভর্ণর ফরাসী শাসনকর্ত্তার উত্তর পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইলেন ওয়াসিংটনের দৈনিক লিপি পাঠ

করিয়া। সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য গভর্ণরসাহেব তাহা অনতিবিলম্বে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিলেন। ইহা পাঠ করিয়া আমেরিকার ও ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ ওয়াসিংটনের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রথম যুদ্ধ

শীঘ্রই বুঝা গেল যে যুদ্ধ না করিলে ফরাসীদের সঙ্গে একটা মীমাংসা হইবে না। ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা দ্বিতীয় জর্জ অনুমতি দিলেন যে আবশ্যক হইলে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। উপনিবেশগুলিতে যুদ্ধের মহা আয়োজন চলিতে লাগিল। কিন্তু সাধারণ সৈন্যদিগকে যে বেতন দেওয়া হইত তাহা অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়া সুস্থকায় কোনো লোক সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহিল না। ওয়াসিংটন বুঝিলেন যে ইহার প্রতিকার না করিলে যুদ্ধে জয় লাভের আশা দুরাশা মাত্র। তিনি গভর্ণরকে একথা জানাইলে গভর্ণর ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, এই যুদ্ধে যাহারা যোগদান করিবে ওহিয়ো নদতীরবর্ত্তী ভূমি হইতে ছয়লক্ষ বিঘা তাহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপ বিতরণ করা হইবে। এই ঘোষণার পর পুরস্কারের লোভে বহুলোক সৈন্যদলে যোগদান করিল।

গভর্ণরসাহেব মনে করিলেন যে ওয়াসিংটনকে সেনাপতি করিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়, কারণ তাঁহার মত লোকপ্রিয় মানুষ ত সে প্রদেশে আর কেহ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে কর্ণেল ফ্রাইর প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হয়; ফ্রাই প্রবীণ লোক এবং বিচক্ষণ কর্ম্মচারী, তাঁহার অভিজ্ঞতাও বেশী। ওয়াসিংটন ইহা বুঝিতে পারিয়া সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। গভর্ণরকে তিনি বলিলেন

যে, ফ্রাই সাহেবের অধীনে তিনি খুসী হইয়া কাজ করিবেন। এ রকম স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত সংসারে অত্যন্ত বিরল।

এই সময় আরেকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা হইতে ওয়াসিংটনের অটল সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। পেইন্ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে সামান্য কথা লইয়া তাঁহার তর্ক উপস্থিত হয়। পেইন্ কথায় কথায় উত্তেজিত হইয়া ওয়াসিংটনকে এমন আঘাত করেন যে তিনি একেবারে মাটিতে পড়িয়া যান। ওয়াসিংটনের বন্ধুরা পেইন্‌কে প্রহার করিতে যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে থামাইয়া রাখিলেন। ওয়াসিংটন বলিলেন, "আমার অন্যায় কথাতেই ইঁহার এমন রাগ হইয়াছিল, কাজেই তাঁহার ত কোনো দোষ নাই।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। পেইন্ বাড়ী গিয়া ওয়াসিংটনের এক চিঠি পাইলেন; তিনি পেইন্‌কে তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছেন। পেইন্ মনে করিলেন ওয়াসিংটন নিশ্চয়ই তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন। সেই যুগে দুইজনে কোনো বিষয় লইয়া কলহ বিবাদ ঘটিলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দ্বারা তাহার মীমাংসা করা হইত। সুতরাং পেইন্ একটা পিস্তল পকেটে লইয়া ওয়াসিংটনের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দরজার সম্মুখেই ওয়াসিংটনের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। ওয়াসিংটন পেইনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে আপনার প্রতি একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" পেইন্ প্রথমে অবাক্ হইলেন, তারপর লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, ওয়াসিংটন ইহাপেক্ষা তাঁহাকে শতবার পাদুকা প্রহার করিলে ভাল হইত। তদবধি পেইন্ ওয়াসিংটনের একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত বন্ধু। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে ওয়াসিংটন কেবল সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল ছিলেন না, অন্যায় করিয়া তাহা স্বীকার করিবার মত সৎসাহস তাঁহার ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি এইরূপ

শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিলেন। কতবার তিনি কত অন্যায় করিয়াছেন কিন্তু কোনো দিন তাহা মিথ্যা দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই। মুক্ত-কণ্ঠে তিনি যেমন সব অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার জনক জননীও তেমনি হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। এই জন্যই অপরাধ করিয়া তাহা স্বীকার করিতে তিনি কখনও দ্বিধা বোধ করিতেন না। অভিভাবকদের শাসনের দোষেই যে অধিকাংশ বালকবালিকা মিথ্যা-চারী হয়—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি।

এদিকে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। কর্ণেল ফ্রাই ও জর্জ ওয়াসিংটন সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। সেখানে কর্ণেল ফ্রাইর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার স্থলে ওয়াসিংটন সেনাপতি হইলেন। ফরাসীদের সঙ্গে একটা ছোট রকম যুদ্ধ হইয়া গেল, সেই যুদ্ধে ওয়াসিংটন জয়ী হইলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম যুদ্ধ এবং এইখান হইতেই তাঁহার জয়লাভের আরম্ভ।

ওয়াসিংটন বুঝিতে পারিলেন, যে যুদ্ধটা হইয়া গেল সেটা একটা যুদ্ধই নহে, ফরাসীরা নিশ্চয়ই প্রচুর সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। তাই তিনি একটা দুর্গ যুদ্ধের জন্য খুব ভাল করিয়া সজ্জিত করিলেন। ওয়াসিংটন এতদিন গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বেতন পাইতেন। এখন তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার মত সঙ্গতিপন্ন লোকের দেশের কাজের জন্য বেতন লওয়া অন্যায়। তাই তিনি জানাইয়া দিলেন যে, এখন হইতে আর তিনি বেতন গ্রহণ করিবেন না। বাস্তবিক, এমন স্বার্থত্যাগী না হইলে কেহই দেশের প্রকৃত সেবা করিতে পারে না।

ওয়াসিংটনের অনুমান সত্য হইল। কিছুদিনের মধ্যেই ফরাসীরা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ওয়াসিংটনের সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল, কাজেই কিছুদিন যুদ্ধের পর তাঁহাকে শত্রুহস্তে দুর্গটি সমর্পণ

করিতে হইল। পরাজিত হইলেও এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতেই সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল।

গভর্ণর ওয়াসিংটনকে ফরাসীদের দুর্গ আক্রমণ করিতে বলিলেন। ওয়াসিংটন বলিলেন, তাঁহার যে প্রকার সৈন্য ও যেরূপ যুদ্ধের আয়োজন তাহাতে এই দুর্গ আক্রমণ করা চলে না। তাঁহার এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণরসাহেব ইংল্যাণ্ড হইতে সৈন্য আনাইবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং ঠিক করিলেন যে এই সব সৈন্যদের পদমর্য্যাদা আমেরিকান্ সৈন্যদের পদমর্য্যাদা হইতে উচ্চতর হইবে। এই ঘোরতর অন্যায় বিধান ওয়াসিংটনের সহ্য হইল না, ইহাকে তিনি ব্যক্তিগত এবং জাতিগত অপমান বলিয়া বোধ করিলেন এবং ইহার প্রতিবাদস্বরূপ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ভার্ণনশৈলে চলিয়া গেলেন।

ব্রাডক সাহেব ইংল্যাণ্ড হইতে দুই দল সৈন্য লইয়া আমেরিকায় পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া ওয়াসিংটনের পদত্যাগের বিবরণ শুনিলেন। ওয়াসিংটনের নাম ব্রাডকের জানা ছিল এবং তিনি যে একজন সামান্য লোক নহেন সে ধারণাও ব্রাডকের ছিল। তিনি গভর্ণরকে বলিলেন, "ওয়াসিংটন উচিত কাজই করিয়াছেন; এরূপ অনুমতি দেওয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যেমন অন্যায় তেমনি লজ্জাজনক।"

ব্রাডক তখনি ওয়াসিংটনকে চিঠি লিখিলেন। এই অনুরোধ ওয়াসিংটন উপেক্ষা করা উচিত মনে করিলেন না। ইহা একদিকে যেমনি দেশের কাজ, অন্যদিকে তেমনি নিজেরও যুদ্ধ শিক্ষা করিবার সুযোগ। ব্রাডকের অধীনে কাজ করিলে তিনি যুদ্ধ শিক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মাতা যখন শুনিলেন যে ওয়াসিংটন আবার সমরবিভাগে যোগ দেওয়া ঠিক করিয়াছেন, তখন তিনি ছুটিয়া ভার্ণনশৈলে আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল জর্জ বাড়ী গিয়া বিষয়কর্ম্ম দেখেন। নানাপ্রকারে জর্জকে তিনি যুদ্ধে যাইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু জর্জ যখন বলিলেন যে এখন মাতৃহৃদয়ের সুখদুঃখ বিচার করিবার সময় নাই, এখন দেশমাতৃকার আহ্বান আসিয়াছে, তখন মেরী একটু নরম হইয়া আসিলেন। কিন্তু আবার বলিলেন, "তুই মায়ের কথা শুন্‌বি না?" জর্জ বলিলেন, "একশবার শুনিব, কিন্তু মা, দেশ কি তোমারও মা নয়? দেশের আহ্বানকে তুমি কি অশ্রদ্ধা করিবে।" তখন মেরীর মন ফিরিল; তিনি বলিলেন, "যাও বৎস, আমার আশীর্ব্বাদ রক্ষাকবচের মত তোমাকে নিয়ত রক্ষা করিবে।"

ওয়াসিংটন ব্রাডকের সঙ্গে যোগদান করিলেন। ব্রাডক সৈন্য-সামন্ত লইয়া ফরাসী দুর্গ আক্রমণ করিলেন। পথে কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না। তাঁহারা নিরাপদে মনাঙ্গাহেলা নদী পার হইলেন। তখনও শত্রুর দেখা নাই। ওয়াসিংটনের সন্দেহ হইল ফরাসীর পক্ষাবলম্বী আদিম অধিবাসীরা নিশ্চয়ই কোথাও লুকাইয়া আছে, সহসা এমন অবস্থায় তাঁহা-দিগকে আক্রমণ করিবে যে তখন আর আত্মরক্ষা করা যাইবে না। তিনি শত্রুরা কোথাও লুকাইয়া আছে কি না খুঁজিয়া দেখিবার অনুমতি চাহিলে ব্রাডক বলিলেন, "লুকাইয়া থাকিলেই ক্ষতি কি? আমার শিক্ষিত সৈন্যদের সম্মুখে অসভ্যেরা কতক্ষণ টিকিতে পারিবে?" ওয়াসিংটন আর কিছু বলিলেন না। তাঁহারা আর কিছু দূর অগ্রসর হইলেন, এমন সময় সহসা একদল ইণ্ডিয়ান্ ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করিল। একে এই অকস্মাৎ আক্রমণ, তদুপরি অসভ্যদের বিকট রণহুঙ্কার—ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধ করিবে কি, তাহারা ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ব্রাডক যুদ্ধে আহত হইলেন, ওয়াসিংটন তাঁহার স্থলে সেনাপতি হইলেন। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিল; শত্রুগণ ওয়াসিংটনকে বিদ্ধ করিবার জন্য বারবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহার ঘোড়াটি গুলি লাগিয়া মরিয়া গেল, তিনি অপর একটি ঘোড়ায় চড়িলেন, সেটিও গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাঁহার পোষাক ৪।৫ টা গুলি লাগিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাঁহার

বুকে ঘড়ির একটা চাবি ঝুলিতেছিল, একটা গুলি লাগিয়া তাহা উড়িয়া গেল। যেন কোন অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকে আজ রক্ষা করিতেছিল। ওয়াসিংটন অদম্য উৎসাহে সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি না থাকিলে ইংরেজদের সেদিন উপায় ছিল না। তাঁহার আশ্চর্য্য রণনৈপুণ্যে সকলে সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইল। ব্রাডক পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ওয়াসিংটনের উপদেশ অবহেলা করাতেই যে তাঁহার এমন দুর্দ্দশা ঘটিল, মৃত্যুর সময় তিনি তাহা স্বীকার করিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রাডক তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য বিশপ ও তাঁহার ঘোড়াটি ওয়াসিংটনকে দান করিয়া গেলেন।

ভার্জিনিয়ায় ফিরিয়া গেলে সকলেই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিল। ওয়াসিংটন যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা সকলের কাণেই পৌঁছিয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে ওয়াসিংটনকে দিয়া ভগবান নিশ্চয়ই কোনো মহৎ কাজ করাইবেন। একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে একটি আদিম অধিবাসীর সহিত ওয়াসিংটনের দেখা হয়। সে ওয়াসিংটনকে বলিল, "আমি আদিম অধিবাসীদের একজন দলপতি। আমার অনেক বয়স হইয়াছে এবং জীবনভরা অনেক যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু মনাঙ্গাহেলার যুদ্ধের কথা ভুলিব না। আপনি সেই যুদ্ধে যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন এরকম আর কখনো দেখি নাই। আপনার বিশালদেহ আমাদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল, কিন্তু আমাদের চির-অব্যর্থ লক্ষ্য সেদিন আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিল না। কোনো দৈব শক্তি নিশ্চয়ই আপনাকে রক্ষা করিয়াছিল। আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেলাম যে যুদ্ধে আপনার পতন নাই এবং আপনি এক ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন।"

মনাঙ্গাহেলার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইণ্ডিয়ানদের সাহস বাড়িয়া গেল। তাহারা এখন লুটপাট করিয়া এবং নিরীহ নরনারীকে হত্যা করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ফরাসীরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন কাজেই তাহারা সহজে এই সমস্ত হত্যা-লুণ্ঠন হইতে বিরত হইল না। এমন সময় ইংরেজ সেনাপতি উল্‌ফ্‌ কানাডা অধিকার করিয়া সেখান হইতে ফরাসীদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। ফরাসীদের সকল উৎসাহ ও উগ্যম বিনষ্ট হইয়া গেল। এদিকে গভর্ণর ডিন্‌উইডি সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া সেই স্থলে যোগ্যতর ব্যক্তিকে ইংল্যাণ্ড হইতে আনয়ন করা হইল। যুদ্ধপরিচালনার ভার লইয়া এবার ক্রুম্বি আসিলেন।

এবার ক্রুম্বি আসিয়াই ফরাসী দুর্গ আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই নবাগত সেণাপতির কর্ম্মপ্রণালী দেখিয়া ওয়াসিংটন অত্যন্ত খুসী হইলেন এবং তিনিও তাঁহার সঙ্গে যোগ দান করিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র সৈনিকদলের অভাব অভিযোগের কথা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাই-বার জন্য তিনি উইলিয়ামবাগে যাইতেছিলেন। পথে নিউকেণ্ট প্রদেশ, তাহার জমিদার চেম্বার্লেন সাহেব ওয়াসিংটনের পিতৃবন্ধু। ওয়াসিংটন চেম্বার্লেনের প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, চেম্বার্লেন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ডাকিয়া ফিরাইলেন এবং তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। হাতে অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে বলিয়া ওয়াসিংটন সেখানে বিলম্ব ঘটাইতে অপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু চেম্বার্লেন কিছুতেই ছাড়িলেন না। কাজেই ওয়াসিংটন্‌কে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতেই হইল। এইখানে মার্থা নাম্নী এক সুন্দরী যুবতী বিধবার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং ঠিক হয় যে ওয়াসিংটন যে যুদ্ধে চলিয়াছেন তাহা হইতে ফিরিয়া আসিলেই উহাদের বিবাহ হইবে।

এবার ক্রুম্বি সৈন্যদিগকে দুই দলে ভাগ করিলেন, তিনি নিজে

একদলের ভার গ্রহণ করিলেন এবং ওয়াসিংটনকে অপর দলের ভার প্রদান করিলেন। এবার ক্রম্বি আগে আগে চলিলেন; সহসা একদল ইণ্ডিয়ান্ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিনি ইহাতে এমন দমিয়া গেলেন যে দ্বিতীয় বার অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। ওয়াসিংটন তখন একাই তাঁহার সৈন্যদল লইয়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। দুর্গে পৌছিয়া দেখিলেন যে সেখানে জনপ্রাণী কেহই নাই। কানাডার পতন সংবাদ শুনিয়া ফরাসীরা বাড়ীঘর পোড়াইয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ওয়াসিংটন দুর্গে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন এবং ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীর নামানুসারে সেই দুর্গের নাম রাখিলেন "পীট্ দুর্গ।"

ইহার পর সেই অঞ্চলে আর কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। ওয়াসিংটন বিশ্রাম করিবার জন্য ভার্ণনশৈলে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ওয়াসিংটন মার্থার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মার্থা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী বিবাহের তারিখ ঠিক হইল। "হোয়াইট্ হাউস্" নামক বিখ্যাত ভবনে তাঁহাদের বিবাহ হইল। ওয়াসিংটনের বয়স তখন ২৭ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে ভার্জিনিয়াতে উৎসবের খুব ধূম পড়িয়া গেল।

মার্থা পরমা সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। তাঁহার বয়স ওয়াসিংটনাপেক্ষা কয়েক মাস কম ছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি কার্টিস্ নামক

এক সাহেবকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কার্টিস্ খুব ভাল মানুষ ছিলেন। দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া মার্থা বিধবা হ'ন। তাঁহার প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল, এখন ওয়াসিংটনের সহিত বিবাহ হওয়াতে তিনি তাঁহার অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হইলেন।

বিবাহের পর ওয়াসিংটন ব্যবস্থাপকসভার সভ্য হইলেন। প্রথম দিন তিনি যখন সভায় গেলেন তখন সকলে তাঁহার এত প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, তাহা শুনিয়া তিনি লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। সে সভায় বক্তৃতা করা দূরে থাক তিনি কথাই বলিতে পারিলেন না। বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইয়া "মহাশয়গণ" ও "বন্ধুগণ" বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন; তাঁহার শরীর ঘামিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সভাপতি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "আপনি বসুন, আমরা জানি যে আপনি যে রকম সাহসী তেমনি বিনয়ী।" শত যুদ্ধে যে বীর আশ্চর্য্য সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, নিজের প্রশংসা শুনিয়া আজ তাঁহার মুখে কথা সরিল না।

ব্যবস্থাপকসভার কাজ শেষ হইলে ওয়াসিংটন কৃষিকার্য্যে মন দিবেন স্থির করিয়া সপরিবারে ভার্ণনশৈলে চলিয়া গেলেন। কৃষিকাজ তাঁহার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ভার্জিনিয়া প্রদেশে তাঁহার সম্পত্তি ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এই বিপুল সম্পত্তির তিনি একা তত্ত্বাবধান করিতেন। পরিশ্রমকে তিনি ভয় করিতেন না, পরিশ্রম করিতেন বলিয়াই তিনি শারীরিক ও মানসিক সুখে ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি খুব ভোরে উঠিতেন; তখন অন্ধকার থাকিত বলিয়া নিজেই প্রদীপ জ্বালিয়া লইতেন, সে জন্য দাসদাসীকে ডাকাডাকি করিতেন না। প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইলে তিনি অধ্যয়ন করিতে বসিতেন। কিঞ্চিৎ বেলা হইলে প্রাতরাশের পর ঘোড়ায় চড়িয়া ক্ষেত পরিদর্শন করিতে যাইতেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজহস্তে

হলচালনা করিয়া কৃষকদিগকে উৎসাহ ও শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহার কাজের অন্ত ছিল না অথচ তাঁহার সময়েরও অভাব হইত না। সামান্য সামান্য কাজ পর্য্যন্ত তিনি নিজ হাতে করিতেন। হিসাব পত্র সব তিনি নিজ হাতে লিখিতেন। যাহারা কাজের লোক তাহাদের সময়ের অভাব হয় না। যাহারা কোনো কাজ করে না—তাহাদেরই সময়ের অভাব হয়। ওয়াসিংটনের বাটীতে বেশ অতিথি সমাগম হইত, তিনি নিজে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার একশ গরু ছিল এবং প্রায় দুইশ ঘোড়া ও বলদ ছিল। ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মত হইতেছে কি না তাহা তিনি নিজে দেখিতেন। তাঁহার প্রকাণ্ড মেষপাল ছিল; সেই মেষের পশমে হাজার লোকের জন্য শীত বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় সেই মেষপাল কিরূপ বৃহৎ ছিল। মেষের লোম হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য ষোলটি চরকা ছিল। এই পশমের ব্যবসায়ে ওয়াসিংটনের খুব লাভ হইত। অপরদিকে কৃষিজাত দ্রব্য হইতেও মন্দ আয় হইত না। প্রতি বৎসর দশহাজার মণ ভুট্টা ও আট হাজার মণ গোধূম তিনি ইংল্যাণ্ডে চালান দিতেন। ওয়াসিংটনের সাধুতা এমন সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে কোনো বস্তার উপর "জর্জ ওয়াসিংটন্" লেখা দেখিলে তাহা ক্রয় করিতে কেহ আর দ্বিধা করিত না; সকলেই জানিত "জর্জ ওয়াসিংটন্ মার্কা যুক্ত বস্তায় খাঁটি মাল থাকে।—তাঁহার এই বিবিধ কার্য্য পরিচালনার জন্য ওয়াসিংটনের প্রায় এক হাজার কর্ম্মচারী ও দাসদাসী ছিল। তিনি সকলের কার্য্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখিতেন। এত কাজ করিয়াও শিকারে যাওয়া, নৌকা দৌড়ান প্রভৃতি সৌখীন ব্যায়ামের আমোদ ভোগ করিবার অবসর তাঁহার জুটিত। আবার এত লিপ্ততার মধ্যেও তাঁহার মনটাকে নির্লিপ্ত রাখিবার চেষ্টা ছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যে ডুবিয়া ভগবানকে ভুলেন নাই। ঈশ্বরে তাঁহার একান্ত নির্ভর ছিল এবং তাঁহার পরিবারে যথারীতি উপাসনাদি হইত।

তখনো দাস ব্যবসা উঠিয়া যায় নাই। আমেরিকার ধনীলোক মাত্রেরই ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী থাকিত। এই দাস দাসীকে সকলে পশুর মত মনে করিত। ঘোড়া গরুর মত তাহাদিগকে হাট বাজারে বিক্রী করা হইত এবং তাহাদের সন্তান সন্ততি হইলে সে সকল প্রভুর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। ওয়াসিংটনেরও অনেকগুলি ক্রীত দাস-দাসী ছিল কিন্তু অন্যান্য ক্রীতদাসদের মত তাহাদের দুরবস্থা ছিল না। ওয়াসিংটন ও মার্থা তাহাদিগকে খুব ভাল বাসিতেন, তাহাদের রোগ হইলে চিকিৎসা করাইতেন এবং নিজেরা যেরূপ খাদ্য ভোজন করিতেন তাহাদিগকেও সেইরূপ খাদ্য প্রদান করিতেন। এই জন্য একশত গাভীর দুগ্ধেও তাঁহার কুলাইয়া উঠিত না, তদুপরি বাজার হইতে দুধ কিনিয়া আনিতে হইত।

এইত হইল ওয়াসিংটনের কর্ম্মপটুতা ও স্নেহপ্রবণতার পরিচয়। আবার আত্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার বেলা তিনি তেমনি বদ্ধপরিকর। শিথিলতা বলিয়া কোনো জিনিস ওয়াসিংটনের চরিত্রে ছিল না। তখন ইউরোপ হইতে অনেক লোক আমেরিকায় আসিয়াছিল যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোনো পন্থা ছিল না। তাহারা চুরি করিয়া অনেকের জমিদারীতে প্রবেশ করিত এবং জমিদারকে খাজানা প্রভৃতি না দিয়াই চাষ-বাস করিত। ধরা পড়িলে অনেক সময় ইহারা বল-প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। এই জাতীয় লোক ওয়াসিংটনের জমিদারীতে প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি উহাদিগকে তাঁহার এলাকার বাহিরে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।— একবার একটা লোক নৌকায় বসিয়া জলচর পাখী শিকার করিতেছিল। ওয়াসিংটন গিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটা তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুক তুলিল; ভয় পাওয়া দূরে থাক, তিনি নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তাহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইলেন এবং

তাহার নৌকা পর্য্যন্ত টানিয়া তীরে তুলিয়া ফেলিলেন। ওয়াসিংটনের হাতে গলাটিপুনি খাইয়া সেই লোকটা প্রতিজ্ঞা করিল যে সে আর কখনো তাঁহার জমিদারীতে প্রবেশ করিবে না, কাজেই সে যাত্রা সে সহজেই বাঁচিয়া গেল।

ওয়াসিংটন ১৫ বৎসর গৃহস্থ জীবনের সুখ ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের বাকী দিনগুলি এমনি শান্তিতে কাটিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রধান কাজই যে এখনো বাকী রহিয়া গিয়াছে, শান্তিপূর্ণ জীবনের সুখস্বপ্ন দেখিলে তাঁহার চলিবে কেন?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতার যুদ্ধ

ইংল্যাণ্ডের লোক আসিয়াই আমেরিকাতে বাস নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং ইংল্যাণ্ডের লোকের মত তাহারাও ইংরেজ। কিন্তু ভিন্ন দেশে আসিয়া বাস করাতে তাহাদের স্বার্থ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুই বিভিন্ন স্বার্থে এখন ঘাত প্রতিঘাত চলিল। ফরাসীদের সঙ্গে যে ইংরেজদের কেবল আমেরিকাতেই যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা নহে, ইউরোপেও হইয়াছিল। কাজেই এই যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের অনেক ঋণ হইয়া গিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট্ বলিল, ইউরোপের যুদ্ধের সহিত ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে সুতরাং সেই যুদ্ধের খরচ ইংল্যাণ্ড বহন করিবে। কিন্তু আমেরিকায় যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে আমেরিকার স্বার্থই রক্ষিত হইয়াছে সুতরাং তাহার অধিকাংশ খরচ আমেরিকাকেই দিতে হইবে। এই বলিয়া পার্লামেণ্ট্ আমেরিকার উপর কর বসাইল। আমেরিকান্‌রা ইহাতে অত্যন্ত চটিয়া গেল। তাহারা বলিল, ইংল্যাণ্ডের

টাকার অভাব হইয়া থাকিলে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে পারি কিন্তু যে পার্লামেণ্টে আমাদের প্রতিনিধি নাই সে পার্লামেণ্টের আমাদের উপর কর বসাইবার অধিকারও নাই, সুতরাং পার্লামেণ্ট্ আমাদের নিকট হইতে যে কর দাবী করিতেছেন তাহা আমরা দিব না। ইহা লইয়া দুই দেশে মহা আন্দোলন আলোচনার সৃষ্টি হইল। ইংল্যাণ্ডেই দুইটা দল হইয়া দাঁড়াইল। পিট্, বার্ক্ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আমেরিকার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন কিন্তু রাজা তৃতীয় জর্জ ও তাঁহার মন্ত্রী গ্রেন্‌ভিল্ কাহারও কথা শুনিলেন না। তাঁহারা ইহার উপর আবার "ষ্ট্যাম্প্ আইন্" বলিয়া একটা আইন জারি করিলেন (১৭৬৫ খৃঃ মার্চ্চ)। এই ষ্ট্যাম্প আইন অনুসারে আমেরিকার সকল প্রকার দলিল, কবুলিয়ত প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবে এরূপ নিয়ম হইল। এই সব ষ্ট্যাম্প কাগজ ইংল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত হইবে এবং উহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা উঠিবে তাহা ইংল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্টের লাভ হইবে।

তৃতীয় জর্জ এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আরও নানারূপ আইন করিয়া ঔপনিবেশিকদের ক্রোধের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে এক আইন হইল গুরুতর অপরাধিগণকে বিচারের জন্য আমেরিকা হইতে ইংল্যাণ্ডে পাঠাইতে হইবে। আমেরিকান্‌দের রাগ করিবার আরো কারণ ছিল। তাহাদের স্বাধীন বাণিজ্যের উপর ইংল্যাণ্ড্ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। যে ব্যবসা করিলে ইংল্যাণ্ডের লোকের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা হইতে পারে, সেই ব্যবসা করা নিষেধ ছিল। ইংল্যাণ্ড ভিন্ন অন্য কোনো দেশের জাহাজে আমেরিকন্‌রা মাল চালান দিতে পারিত না।

মনে যে আগুণ এতদিন চাপা ছিল তাহা এইবার দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা ষ্ট্যাম্প্ বিক্রেতার কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করিল, তাহার আপিসের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং দেশময় এই সব আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে বেঞ্জামিন্

ফ্রাঙ্কলিন্ নামক আমেরিকার আরেক মহাপুরুষকে তাহাদের প্রতিনিধি করিয়া ইংল্যাণ্ডে পাঠাইল। পণ্ডিত ফ্রাঙ্ক্লিন সকল অবস্থা বুঝাইয়া বলিলে ষ্ট্যাম্প্ আইন রদ করা হইল বটে কিন্তু তখনকার প্রধান মন্ত্রী লর্ড্নর্থ্ চা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসের উপর শুল্ক বসাইলেন। তিনি বলিলেন, ষ্ট্যাম্প্ আইন তুলিয়া দেওয়া হইল বলিয়া এ কথা যেন কেহ মনে না করে যে আমেরিকার উপর কর বসাইবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নাই। কাজেই যাহা ঝগ্ড়ার মূল কারণ তাহা রহিয়াই গেল।

ওয়াসিংটন্ আমেরিকায় বয়কট্ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। যে সব জিনিসের উপর শুল্ক বসান হইয়াছিল আমেরিকান্রা সে সব ব্যবহার করা ছাড়িয়া দিল। ফলে ইংল্যাণ্ডের বণিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। পার্লামেণ্ট তখন বাধ্য হইয়া সকল জিনিসের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলেন কিন্তু চার উপর শুল্ক রহিয়া গেল। একেবারে সকল শুল্ক উঠাইয়া দিলে পার্লামেণ্টের অপমান হয় ইহা মনে করিয়াই পার্লামেণ্ট চার উপর হইতে শুল্ক উঠাইলেন না।

আমেরিকাবাসীরা চা পান করা পরিত্যাগ করিলেন। আমেরিকা শীতপ্রধান দেশ, সুতরাং সেখানে চা পান না করিয়া থাকা অত্যন্ত কষ্টকর কিন্তু সেই কষ্টকেই তাঁহারা বরণ করিয়া লইলেন, তথাপি কেহ চা পান করিলেন না। ইংল্যাণ্ড হইতে যে সব জাহাজ চা লইয়া আসিয়াছিল তাহারা চা বিক্রয় করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল। বোষ্টন্ নগরে কয়েকজন লোক আদিম অধিবাসীর সাজে জাহাজে প্রবেশ করিয়া চার বস্তাগুলি জলে ফেলিয়া দিল। অপরাধীকে ধরিতে না পারিয়া রাজপুরুষগণ বোষ্টনের সহিত অন্যান্য নগরের বাণিজ্য বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন এবং এই হুকুম যাহাতে কেহ অমান্য না করে সেজন্য ইংল্যাণ্ড হইতে কয়েকটি রণতরী আসিয়া উপস্থিত হইল।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমেরিকান্‌গণ ফিলাডেল্‌ফিয়াতে সমগ্র দেশের প্রতিনিধি লইয়া "কংগ্রেস্‌" নামক জাতীয় মহাসমিতি গঠন করিলেন (১৭৭৪) এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে ইংরেজ রণতরী বোষ্টনের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল এবং সাত হাজার সৈন্য বোষ্টনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমেরিকান্‌দের পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল আমেরিকার কামান সর্ব্বপ্রথম গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

কঙ্কর্ড্‌ নামক স্থানে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজদের সঙ্গে আমেরিকান্‌দের ছোট একটি যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আমেরিকানগণ জয়লাভ করেন। তাঁহাদের পক্ষে ৫০ জন হত ও ৩৪ জন আহত হয়; অপর পক্ষে ৬৫ জন হত ও ১০৮ জন আহত হয়।

আমেরিকান্‌দের প্রধান সেনাপতি হইলেন জর্জ্জ ওয়াসিংটন্‌। তাঁহার মাসিক বেতন হইল ৫০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫৬২॥০ টাকা। কিন্তু ওয়াসিংটন্‌ বেতন গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি লাভের আশায় এ কাজ করিতে আসি নাই। নিজের অসংখ্য ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমি এ কাজে ব্রতী হইয়াছি, কারণ ইহা দেশের কাজ। —যাহার অবস্থা ভাল সে দেশের কাজ করিয়া টাকা লইবে কেন?—সাধারণের কাজে যে টাকা আমি ব্যয় করিব আমি তাহার পরিষ্কার হিসাব রাখিব;—আমাকে শুধু সেই টাকা দিলেই চলিবে।"

ওয়াসিংটন্‌ দেখিলেন যে মাতা ও পত্নীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে বিলম্ব হইবে কিন্তু এখন ত আর বিলম্ব করিলে চলে না। তাই তিনি তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে না গিয়া চিঠি লিখিয়া বিদায় চাহিলেন এবং যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে ধন-সম্পত্তির কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা একখানি উইলে বিবৃত করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন।

ওয়াসিংটন্ সর্ব্বাগ্রে বোষ্টন্ নগর অবরোধ করা প্রয়োজন বোধ করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই খবর পাইলেন যে বাঙ্কার্স্ হিল্ নামক স্থানে ইংরেজদের সঙ্গে আমেরিকান্‌দের এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে ইংরেজগণ জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে সৈন্যদিগকে ভালরকম শিক্ষা দেওয়া দরকার। তাঁহার যুদ্ধের উপকরণ তেমন প্রচুর ছিল না এবং আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করিবার উপায়ও ছিল না। কাজেই তাঁহার সৈন্যেরাও যদি এরূপ অশিক্ষিতই থাকিয়া যায় তবে তাহাদিগকে দিয়া যুদ্ধজয়ের আশা যে দুরাশা মাত্র। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই যে হাল ছাড়িয়া সদ্য তরবারি ধরিয়াছে। তাই ওয়াসিংটন্ সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সৈন্যদের মদ্যপান প্রভৃতি অনাচার একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। কোনো সৈন্য মদ্যপান করিলে তাহাকে গুরুতর শাস্তিপ্রদান করিতেন।

ওয়াসিংটনের শিক্ষাগুণে তাঁহার সৈন্যগণ অচিরেই সংযত-চরিত্র ও রণনিপুণ হইয়া উঠিল। ওয়াসিংটন প্রথম বোষ্টন্ অবরোধ করিলেন কিন্তু বহুদিন অবরোধের পরেও যখন নগরের পতন হইল না—তখন তিনি বোষ্টন আক্রমণ করিবেন ঠিক করিলেন।—একরাত্রির মধ্যে দুইটি বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হইতে তিনি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ইংরেজ সৈন্য সেই দৃশ্য দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। ইংরেজ সেনাপতি হো বলিয়াছিলেন, "ইহারা এক রাত্রিতে যাহা করিয়াছে আমার সৈন্যেরা একমাসেও তাহা পারিত না।"—ওয়াসিংটন বোষ্টন্ অধিকার করিলে চারিদিকে তাঁহার জয়জয়কার পড়িয়া গেল। কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল এবং তাঁহার বীরত্বের সম্মান স্বরূপ একটি স্বর্ণপদক প্রদান করা হইল।

বোষ্টন্ অধিকারের পর ওয়াসিংটন্ নিউইয়র্কের দিকে চলিলেন। ইংরেজ সৈন্য নিউইয়র্ক অধিকার করিতে চলিয়াছিল, ওয়াসিংটন্ তাহাদিগকে বাধা দিতে চলিলেন।

এদিকে কতকগুলি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ঔপনিবেশিকেরা কানাডা দখল করিবার জন্য যে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন—তাহারা পরাজিত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকান্দের মধ্যে একদল লোক ইংল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ কেহ ওয়াসিংটনকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত করিয়াছিল। ভগবানের ইচ্ছায় তাহারা সকলেই ধরা পড়িল এবং অপরাধীদের প্রাণদণ্ড হইল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকাবাসিগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সমস্ত উপনিবেশগুলিকে "যুক্ত সাম্রাজ্য" (United States) নাম প্রদান করিলেন।

নিউইয়র্কের নিকট ওয়াসিংটনের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের সাতদিন যুদ্ধ হইল এবং সেই যুদ্ধে ওয়াসিংটন্ পরাজিত হইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ সহ সৈন্যদের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া এমন সুন্দর ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন যে ইংরেজগণ তাঁহার একটি কামানও হস্তগত করিতে পারিল না। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাণ্ডিওয়াইন্ নদীর তীরে ইংরেজদের সঙ্গে আমেরিকানদের আরেকটি যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধেও আমেরিকানদের পরাজয় ঘটে। ইংরেজগণ ফিলাডেল্ফিয়া অধিকার করেন।

কিন্তু ইহার পর হইতেই ইংরেজদের পরাজয় আরম্ভ হয়। বার্গয়েন্ নামে এক সেনাপতির অধীনে কতকগুলি ভাড়া করা জার্ম্মেণ-সৈন্য ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য আমেরিকায় প্রেরিত হ'ন। আমেরিকান্রা তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলে তিনি আর কদাচ

ইংরেজপক্ষে যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। আমেরিকান্‌গণ তখন তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করেন।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রেসিডেণ্ট

ওয়াসিংটনের যশ তখন চারিদিকে এমন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে ইউরোপের নানা দেশ হইতে অনেক বিখ্যাত লোক নিজের টাকা খরচ করিয়া আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। লাফায়েৎ নামক একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ফরাসী বীরও সেই সময় ওয়াসিংটনের সেনাদলে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বেতন গ্রহণ করিতেন না। আমেরিকাকে সাহায্য করা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাই ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিষেধ অমান্য করিয়া তিনি গোপনে আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। ওয়াসিংটন্ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ভালই হইল, একজন ফরাসী বীরের নিকট অনেক শিখিতে পারিব।" লাফায়েৎ উত্তর দিয়াছিলেন, "শিখাইতে আসিনাই ত,—শিখিতে আসিয়াছি।"

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে লাফায়েতের অনুরোধে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার পক্ষ গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কতগুলি রণতরী ও সৈন্য প্রেরণ করেন। ওয়াসিংটন্ ফিলাডেল্‌ফিয়া আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন কিন্তু ইংরেজগণ তৎপূর্ব্বেই সেই নগর ত্যাগ করিয়া নিউইয়র্কের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। ওয়াসিংটন্ পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। লী নামক আমেরিকান্ সেনাপতি সর্ব্বাগ্রে ছিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ওয়াসিংটন্

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া দেখেন আমেরিকান্‌রা হটিয়া আসিতেছে। লীর বিশ্বাস-ঘাতকতা টের পাইয়া ওয়াসিংটন্ তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিদায় করিয়া দিলেন এবং পশ্চাদ্‌পদ সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। ওয়া-সিংটনের হুকুম পাইয়া সৈন্যগণ নবোৎসাহে অগ্রসর হইল এবং অমিত-তেজে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিল। ওয়াসিংটন্ নিজে বিপদকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া অদ্ভুত বীরত্বের সহিত সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। একটা কামানের গোলা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া মাটি কর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল, ওয়াসিংটনের কিছুই হইল না। সেই ইণ্ডিয়ানের কথাই সত্য; ভগবানের হস্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষা করিত।

এই সময় ইংল্যাণ্ডে একদল লোক আমেরিকার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিবার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। বৃদ্ধ পীট্ তখন ইঁহাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়ান। এই পীটই একদিন আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর ইনিই একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি যদি আমেরিকান্ হইতাম তাহা হইলে কখনই অস্ত্র ত্যাগ করিতাম না—কখনই না, কখনই না, কখনই না।" পীট্ বলিলেন, "এখন ফরাসী আমেরিকার সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন, এ অবস্থায় সন্ধি করিলে ইংল্যাণ্ডের অপমান হয়।" এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে বক্তৃতা প্রদান করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই মারা যান।

প্রায় দুই বৎসর আর বিশেষ কোন যুদ্ধ হয় নাই। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্ নিউইয়র্কনগর অবরোধ করেন। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস্—যিনি পরে ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনারেল্ হইয়া আসিয়াছিলেন—তখন সাত হাজার সৈন্য লইয়া সেই নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন একদিকে ফরাসী রণতরী নঙ্গর করিয়া বসিয়া আছে, আরেক দিকে ওয়াসিংটন্ তাঁহার সেনাদল লইয়া খুঁটি গাড়িয়া বসিয়াছেন।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নগরের উপর তিনি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। পনর দিনের মধ্যেই কর্ণওয়ালিস্ সসৈন্যে আত্ম সমর্পণ করিলেন।

ইংরেজরাজ তথনও ক্ষান্ত হইলেন না। কার্লটন্ নামক এক সেনাপতিকে তিনি আবার আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। তিনি আমেরিকায় গিয়া দেখিলেন যে যুদ্ধ করিয়া আর লাভ নাই। আট বৎসর যুদ্ধ চালাইয়া ইংল্যাণ্ডের কেবলমাত্র লোকক্ষয় ও ধনক্ষয়ই হইয়াছে, লাভ কিছুই হয় নাই। তিনি একথা ইংল্যাণ্ডে লিখিয়া পাঠাইলেন। অনেক তর্কের পর পার্লামেণ্ট কার্লটনের মতে সায় দিলেন। অতঃপর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর প্যারিসে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার সন্ধি হইয়া গেল; ইংল্যাণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন।

সন্ধি হইয়া গেলে ওয়াসিংটন্ সৈন্যগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সৈন্যদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, সৈন্যেরাও তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। কাজেই বিদায় লইবার সময় ওয়াসিংটনের যেরূপ কষ্ট হইয়াছিল সৈন্যদেরও সেইরূপ কষ্ট হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। একদিন ওয়াসিংটন্ দেখিলেন একজন প্রহরী বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়া আছে। বেচারার সেদিন আহার জোটে নাই। ওয়াসিংটন্ বলিলেন, "আমার টেবিলে খাবার আছে, খাও গিয়া।" প্রহরী বলিল "আমিত যাইতে পারি না, আমি যে পাহারা দিতেছি।" দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া ওয়াসিংটন্ তাহার হাত হইতে বন্দুক লইয়া পাহারায় খাড়া হইয়া গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "যাও"। সে প্রধান সেনাপতির টেবিলে বসিয়া ইচ্ছামত আহার করিয়া আসিল। সে বুঝিল যে তাহাদের সেনাপতি বাস্তবিকই তাহাদিগকে ভালবাসেন। ওয়াসিংটনের ন্যায় ওয়াসিংটনের স্ত্রীও সৈন্যদিগকে খুব ভালবাসিতেন।

সৈন্যদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ওয়াসিংটন্ নিউইয়র্ক হইতে এন্নাপলিস রওনা হইলেন, সেখানে তখন কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল। এন্নাপলিসের পথে ওয়াসিংটন্ জনসাধারণের নিকট হইতে দেবতার মত পূজা পাইতে লাগিলেন। এন্নাপলিসে কংগ্রেসের সভ্যগণ তাঁহাকে বিরাট অভ্যর্থনা প্রদান করিলেন। ওয়াসিংটন্ স্থির করিলেন এখন ভার্ণণ শৈলে থাকিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন। তাই তিনি পদত্যাগ করিয়া সেখানে চলিয়া গেলেন। সেখানে কৃষিকার্য্য প্রভৃতি নানারূপ বিষয় কর্ম্মে মন দিলেন। তাঁহার সুবন্দোবস্তে শীঘ্রই তাঁহার আয়ের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। গৃহে বসিয়া মানুষ কত সহজে, কত উপায়ে যে নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে ওয়াসিংটন্ তাহা দেখাইয়া দিলেন। প্রতিবেশিগণ ওয়াসিংটনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিল। ব্যবসা বাণিজ্য বা নূতন কোন সৎকাজের পরামর্শের জন্য কেহ ওয়াসিংটনের কাছে গেলে তিনি হৃষ্টচিত্তে তাহাকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার পরামর্শমত কাজ করিয়া একটা কোম্পানীর অত্যন্ত লাভ হইয়াছিল, সেজন্য তাহারা তাঁহাকে লক্ষ টাকারও বেশী অংশ দিতে চাহিয়াছিল, ওয়াসিংটন্ সেই টাকা নিজে গ্রহণ না করিয়া একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটন যেমন বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন তেমনি তিনি দরিদ্রগণকে সাহায্য করিবার বেলা একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি সকলকে বিনামূল্যে শস্য বিতরণ করিতেন।— ভার্জিনিয়ায় এক রুটিওয়ালা ছিল, প্রতিদিন শত শত নিগ্রো ও অন্যান্য দুঃখী দরিদ্র তাহার নিকট হইতে বিনা পয়সায় রুটি লইয়া যাইত, রুটিওয়ালা সেই সব রুটির দাম ওয়াসিংটনের খরচে লিখিয়া রাখিত; মাসান্তে ওয়াসিংটন্ সব দাম শোধ করিয়া দিতেন। কিন্তু যাহারা রুটি নিত তাহারা ওয়াসিংটনের নাম পর্য্যন্ত জানিত না। তিনি যে দান করিতেছেন তাহা

কাহাকেও জানিতে দিতে চাহিতেন না—নতুবা তিনি নিজেইত রুটি ক্রয় করিয়া সেগুলি গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিতে পারিতেন।

রুবেন্ রুজি নামে এক ব্যক্তি ওয়াসিংটনের নিকট হইতে ২০,০০০ টাকা ধার নিয়াছিলেন। যথাসময়ে এই ঋণ শোধ করিতে না পারায় ওয়াসিংটনের কর্ম্মচারী রুজির নামে নালিশ করিয়া তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করে। কারাগার হইতে রুজি ওয়াসিংটনের নিকট কারামুক্তির জন্য আবেদন করেন। ওয়াসিংটন এই ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না; রুজির দরখাস্ত পাইয়া তিনি সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীকে ভর্ৎসনা করেন। বহুদিনপর রুজির অবস্থা ফিরিল; তখন তিনি ওয়াসিংটনের ঋণ শোধ করিবার জন্য তাঁহার নিকট গেলেন। ওয়াসিংটন বলিলেন, "তুমিত বহুদিন ঋণ মুক্ত হইয়াছ!"—রুজি ওয়াসিংটনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমার ঋণ আর বাড়াইবেন না; আপনার ঋণ শোধ করা অসম্ভব। তবে আমার একান্ত অনুরোধ—এই টাকাগুলি গ্রহণ করুন।" —ওয়াসিংটন টাকাগুলি গ্রহণ করিলেন কিন্তু সে গুলি সমস্তই রুজির সন্তানদিগকে দান করিয়া ফেলিলেন।

এই সময় জেইন্ সাহেব আবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মাউণ্ট্ ভার্ণনের কাছে গিয়াই তাঁহার ভয় হইল—তাঁহাদের সেই পূর্ব্ব কলহের কথা স্মরণ করিয়া যদি ওয়াসিংটন তাঁহাকে অবজ্ঞা করেন। কিন্তু অবজ্ঞা করা দূরে থাক্, তিনি জেইন্‌কে দরজা হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং মার্থার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইহার কথা তুমি আমার নিকট অনেকবার শুনিয়াছ,—এই ছোট্ট মানুষটি একদিন আমার বিশাল বপুতে আঘাত করিতে সাহসী হইয়াছিল,—এ একজন খাঁটি ভার্জিনিয়ান্।"

যুদ্ধের পূর্ব্বে ওয়াসিংটন্ যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, যুদ্ধের পরেও

তেমনি করিতেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে চারিটার সময় শয্যা হইতে উঠিতেন এবং রাত্রি নয়টার সময় নিদ্রা যাইতেন। পূর্ব্বাহ্নে তিনি বিষয়-কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন; বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত আসিলেও এই নিয়মের কোনো ব্যাঘাত ঘটিত না।

কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ জীবনের সুখ বেশীদিন তিনি ভোগ করিতে পারিলেন না, শীঘ্রই আবার ডাক পড়িল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার লোক তাঁহাকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট্ নিযুক্ত করিল। এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মাতৃভূমির আহ্বান তিনি কোনো দিনই উপেক্ষা করিতেন না। কাজেই নিজের সুখদুঃখের হিসাব করিতে না বসিয়া তিনি আবার চলিলেন।

তখন নিউইয়র্কে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল। ভার্ণনশৈল হইতে তিনি নিউইয়র্কে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দেশবাসী তাঁহাকে যেরূপ সম্বর্দ্ধনা করিল, পৃথিবীর কোন রাজাও ইহাপেক্ষা বেশী সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। একটি বালক পিতার স্কন্ধে চড়িয়া ওয়াসিংটনকে দেখিতে আসিয়াছিল; সে মনে করিয়াছিল ওয়াসিংটন্ না জানি একটা কি! যখন ওয়াসিংটনকে সে দেখিতে পাইল তখন সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, এ যে দেখ্‌ছি আমাদের মতই একজন মানুষ।"

ট্রেণ্টন্ নগরে তাঁহার অভ্যর্থনা আরও জমকাল হইয়াছিল। রাস্তার উপরে একটা সিংহদ্বার প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সিংহদ্বারের এক পাশে ছোট ছোট বালিকারা সাদা পোষাক পরিয়া, প্রত্যেকে একটি ফুলের তোড়া লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আরেক পাশে কুমারী যুবতীগণ এবং তাঁহাদের পশ্চাতে বিবাহিতা রমণীগণ সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ওয়াসিংটনের গাড়ী সিংহ দরজায় প্রবেশ করিবামাত্র বালিকারা ফুল ছিটাইতে লাগিল এবং সমবেত মহিলাবৃন্দ সমস্বরে একটি অভিনন্দন সঙ্গীত গাহিয়া উঠিল। তিনি যখন নিউইয়র্কে পৌছিলেন তখন তাঁহাকে

কিরূপ অভ্যর্থনা প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি হইলেন আমেরিকার প্রথম সভাপতি এবং শ্রেষ্ঠ বীর,—আমেরিকান্‌দের আদর্শ পুরুষ। বাস্তবিক, তিনি সকল পুরুষেরই আদর্শের উপযুক্ত!

প্রতি চারি বৎসর অন্তর আমেরিকার এক একজন নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়। ওয়াসিংটন এই চারি বৎসর এমন দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য চালাইলেন যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আবার সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইল। অনেক আপত্তি দেখাইয়াও তিনি সকলের অনুরোধ ও আগ্রহ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

ওয়াসিংটন্ অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি যখন কোনো স্থান পরিদর্শন করিতে যাইতেন তখন ঘোষণাপত্রে যেখানে যখন পৌঁছিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করা থাকিত সেখানে ঠিক সেই সময় গিয়া উপস্থিত হইতেন, দুই এক মিনিটও বিলম্ব হইত না। এইরূপ সময়নিষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই তিনি এত কাজ করিতে পারিতেন। সময়নিষ্ঠ লোকের কখনও সময়াভাব হয় না।

ওয়াসিংটনের গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান অসাধারণ ছিল। তিনি যখন সভাপতি ছিলেন তখন একটি চাকুরীর জন্য দুইজন লোক প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের মধ্যে এক-জন তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন কিন্তু তিনি বিষয়কর্ম্মে পারদর্শী ছিলেন না। সকলেই মনে করিয়াছিল কাজটা তাঁহারই হইবে কিন্তু ওয়াসিংটন্ তাঁহাকে নিযুক্ত না করিয়া অপর ব্যক্তিকে সেই কাজে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধু জর্জ ওয়াসিংটন তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে কিন্তু যুক্ত সাম্রাজ্যের সভাপতি তাঁহার প্রত্যেক কাজের জন্য সকল মানুষের নিকট ও ভগবানের নিকট দায়ী। বন্ধুত্বের অনুরোধে আমি রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে পারি না।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়। লাফায়েৎ

স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া জার্ম্মানীতে চলিয়া যান এবং সেখানে বন্দী হন। ওয়াসিংটন তাঁহাকে মুক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্‌কে তৃতীয়বার সভাপতি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু এবার তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। জীবনের বাকীদিনগুলি বিশ্রাম সুখে কাটাইবার জন্য ভার্ণন শৈলে চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

অবসান

ওয়াসিংটন বিশ্রামসুখ ভোগ করিবার জন্য ভার্ণনশৈলে গেলেন বটে কিন্তু তাহা বেশিদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একদিন অতি প্রত্যুষে তিনি ভৃত্যদের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। সেদিন বড় দুর্য্যোগ—একে শীতকাল, তদুপরি মেঘ, বৃষ্টি ও বাতাসের প্রবল প্রকোপ।. ইহার মধ্যে ওয়াসিংটন্ বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া মার্থা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। ওয়াসিংটন্ বলিলেন, "বাগানে একটা নূতন কাজ আরম্ভ হইয়াছে, আমি নিজে না গেলে সেটা সুসম্পন্ন হইবে না। আর বৃষ্টিও ত তেমন বেশী নয়, অল্প সময়ের জন্য বাহিরে গেলে অসুখ করিবে না।"

ওয়াসিংটন্ বাহির হইয়া গেলেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে গৃহে ফিরিলেন। তখন তাঁহার জামা কাপড় সব ভিজিয়া গিয়াছে, চুলের উপর বরফ জমিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে কাপড় ছাড়িতে বলা

হইল কিন্তু তিনি তাহা ছাড়িলেন না, বলিলেন, আগুণের কাছে বসিলেই কাপড় শুকাইয়া যাইবে।

ইহার ফলে তাঁহার সর্দ্দি হইল। তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী লীয়ার সাহেব তাঁহাকে ওষুধ খাইতে বলিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, 'সর্দ্দিতে আমি ওষুধ খাই না, ও আপনি সারিয়া যায়।"

রাত্রি ৩টার সময় ওয়াসিংটনের কম্পদিয়া জ্বর আসিল। তিনি মার্থাকে না জাগাইয়া একটি ভৃত্যের সাহায্যে আগুণ জ্বালাইলেন এবং ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিলে ওয়াসিংটন্ তাঁহাকে রক্তমোক্ষণ করিতে বলিলেন। তখনকার দিনে ইহাই ছিল চিকিৎসা প্রণালী। কোনো ব্যারাম হইলে ডাক্তার আসিয়াই রোগীর শরীর হইতে কিছু রক্ত বাহির করিয়া দিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল এরূপ করিলে সেই রক্তের সঙ্গে রোগের বিষ বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে রোগ দূর হওয়া দূরের কথা, রক্ত নিঃসরণ হওয়াতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া যায়। ডাক্তার ওয়াসিংটনের রক্তমোক্ষণ করিতে সাহস পাইলেন না। মার্থা তখন জাগিয়াছিলেন, তিনিও ইহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ওয়াসিংটন্ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। রক্তমোক্ষণ হইল কিন্তু উহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিল। তিনি শীঘ্রই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। বড় বড় অনেক ডাক্তার এই সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহার যথাসাধ্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ওয়াসিংটন্ বলিলেন, "আমার জন্য আপনারা অনেক কষ্ট করিলেন কিন্তু আমার এই রোগ আর সারিবে না। আমার মৃত্যু বোধ হয় নিকটবর্ত্তী ;—অন্তিম কালটা ওষুধ দিয়া অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিবেন না—ইহাই আমার অনুরোধ।"—

ক্রমে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে অতি কষ্টে ওয়াসিংটন্ লীয়ারকে বলিলেন, "আমাকে ভাল করিয়া সমাধি

প্রদান করিও কিন্তু মৃত্যুর পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়া না গেলে আমাকে সমাধিস্থ করিও না।"—তারপর বিনা যন্ত্রণায়, বিনা কষ্টে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই মহাবীর চিরশান্তির ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আমেরিকার নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। এই সংবাদ যে শ্রবণ করিল সেই শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। আমেরিকার লোক এই শোক যে কি ভাবে প্রকাশ করিবে তাহা যেন ভাবিয়া পাইল না। উপাসনা মন্দির, টাউন্‌হল, স্কুল কলেজ, দোকানবাড়ী সমস্ত কাল কাপড়ে ঢাকা পড়িল। কংগ্রেস ঘোষণা করিয়া দিলেন ২২শে ফেব্রুয়ারী, ওয়াসিংটনের জন্মদিন,—আমেরিকার সর্ব্বত্র মৃত মহাপুরুষের আত্মার কল্যাণার্থ উপাসনায় অতিবাহিত করিতে হইবে।

এই সংবাদ যখন ফ্রান্সে পৌঁছিল তখন নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে দশ দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিধান করিতে হুকুম দিলেন। ইহা যখন ইংলণ্ডে পৌঁছিল তখন সেখানকার রণতরী সমূহের পতাকা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য অবনত করা হইল। যদিও এই ওয়াসিংটনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে আমেরিকার মত একটা সুন্দর সাম্রাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন—তথাপি ইংরেজ ভুলিয়া যান নাই যে ওয়াসিংটন্‌ও ইংরেজ, ইংল্যাণ্ডের মাটিতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল তিনি তাহারি একটি শাখা, এবং সর্ব্বোপরি তিনি একজন **বীর ও মহাপুরুষ**।

সমাপ্ত।

তিন-আনা-সংস্করণ কল্পতরু গ্রন্থাবলী

১। বিদ্যাসাগর

২। মাইকেল মধুসূদন

৩। বঙ্কিমচন্দ্র

৪। রাজা রামমোহন

৫। কেশবচন্দ্র

৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ

৭। নেপোলিয়ান

৮। রমেশচন্দ্র দত্ত

৯। রামদুলাল সরকার

১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

১১। কৃষ্ণদাস পাল

১২। হাজি মহম্মদ মহসীন

১৩। আনন্দমোহন বসু

১৪। জর্জ্জ ওয়াসিংটন

১৫। প্যারীচরণ সরকার

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ